DB-254 8.00

চাচা চৌধুরীর অপহরণ

চাচা চৌধুরীর অপহরন
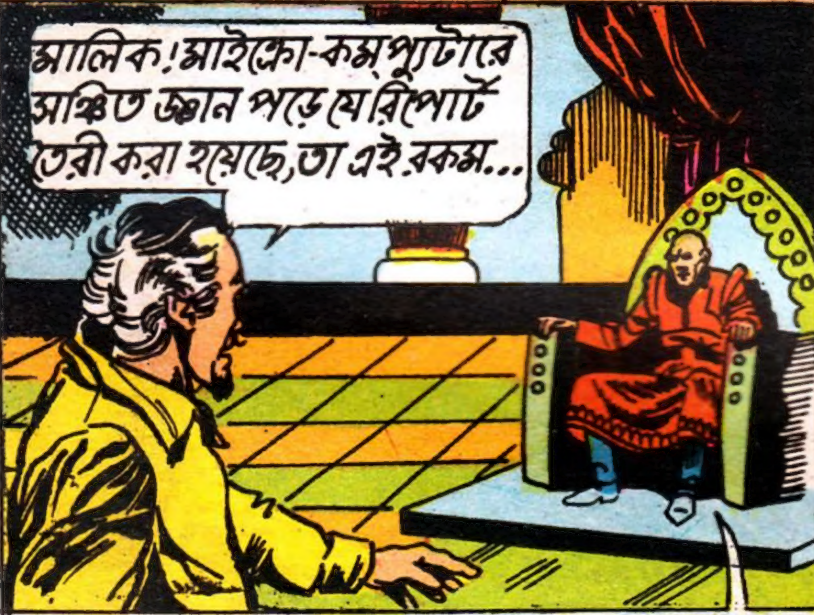
দাঁড়াও! পৃথিবীতে একটা দেশ আছে, ভারত। ওতে ডা: জন নামের এক বৈজ্ঞানিকের একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে। ওখানে আমরা এক বিশাল ল্যাবরেটরী দেখেছিলাম। পৃথিবীর আগে আমি ওটার সম্বন্ধে জানতে চাই।

পৃথিবীতে ডা: জন এক বড় বৈজ্ঞানিক। ওনার কাছে এমন-এমন অস্ত্রশস্ত্র আছে, যা পৃথিবীতে আর কারো কাছে নেই- উনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য রিসার্চ করেন। ওনার সহকারী হচ্ছে লম্বু আর ফৌলাদ। এই রকম ভারতের প্রতিটি ব্যক্তিই বাহাদুর এবং দেশভক্ত। এদের মধ্যে প্রমুখ হচ্ছেন চাচা চৌধুরী, লম্বু-মোটু, চাচা-ভাতিজা, মহাবলী শাকা, গোয়েন্দা চক্রম, ই. গিরীশ, মামা-ভাগ্নে, রাজন-ইকবাল ইত্যাদি। কিছু জোকার আর বিপজ্জনক ব্যক্তিও পৃথিবীতে আছে, যেমন মোটু-পাতলু, ডা: ঝট্‌কা, ঘসিটারাম এবং জুডো মাষ্টার ইত্যাদি। ওদের সম্বন্ধে যা-যা জানা গেছে, এবার সেটা শুনুন..

BENGALI

ঠিক আছে। পৃথিবীর ব্যাপারে আমি সব কিছু জেনে গেছি। পৃথিবীর একটা অংশ অর্থাৎ ভারতে চাচা চৌধুরী নামের এক ব্যক্তির মগজ কম্পুটারের চেয়েও প্রখর। ভারতের প্রত্যেকে ওকে ভালবাসে। ওকে যদি অপহরন করে নেওয়া যায় তো শুধু ভারতই নয়, পৃথিবীর সব বাহাদুর ব্যক্তিরা ওকে ছাড়াবার জন্য ডা: জনের সাহায্যে আমাদের গ্রহে আসবে। এভাবে আমরা ওদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারব। তারপর ফৌলাদ আর লম্বুর ডুপ্লিকেট পৃথিবীতে পাঠিয়ে প্রথমে ড: জনের ল্যাবরেটরী, তারপর গোটা পৃথিবীর ওপর কব্জা করবেন।

হঠাৎই
আরে... রে...রে... সাবু! কেউ আমাদের চুম্বকীয় শক্তিতে টানছে।

চাচা চৌধুরীকে ফ্লাইং সসারের ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হল। সাবুর পক্ষে দরজাটা ছিল ছোট। তাই ওকে ফ্লাইং সসারের গায়ের সঙ্গে চিপ্‌কে নেওয়া হল
চাচাজী উধাও হয়ে গেলেন আর আমি মনে হচ্ছে কোন কঠোর সমতল জায়গায় চিপ্‌কে আছি।

ফ্লাইং সসার আবার রকেটে ঢুকে পড়ল। ভেতরে এবার সাবুর জন্যও জায়গা ছিল। এরপর রকেট আবার নিজের গ্রহের দিকে উড়ে চলল—
তোমরা কে ভাই? আর আমি আমার শরীর কেন নড়াতে পারছি না?
আমরা হচ্ছি অম্বিকা গ্রহের সৈনিক আর তুমি সূক্ষ্ম কিরণে আটকে গেছ, যাতে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করতে না পারো।
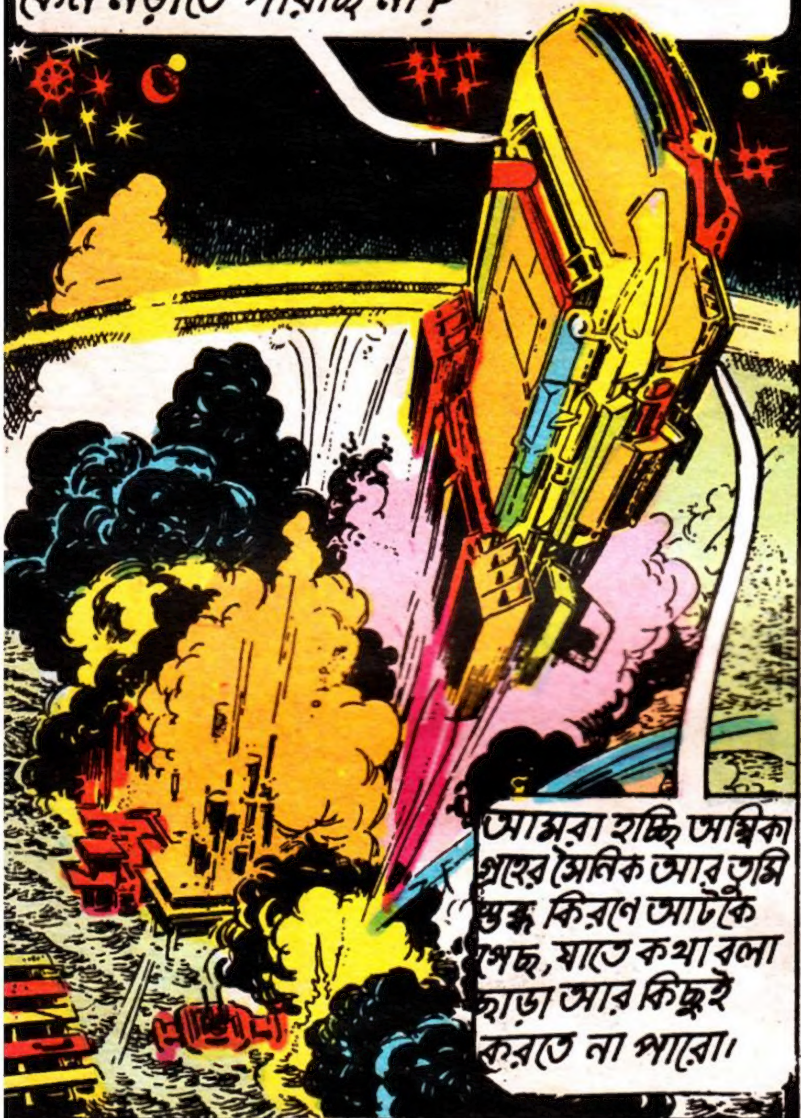
ডাঃ জনের ল্যাবরেটরীতে...
যন্ত্রে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বাইরের পৃথিবীর কোন জিনিষ এসেছে। কিন্তু ওটা কি সেটাই জানা যাচ্ছে না।
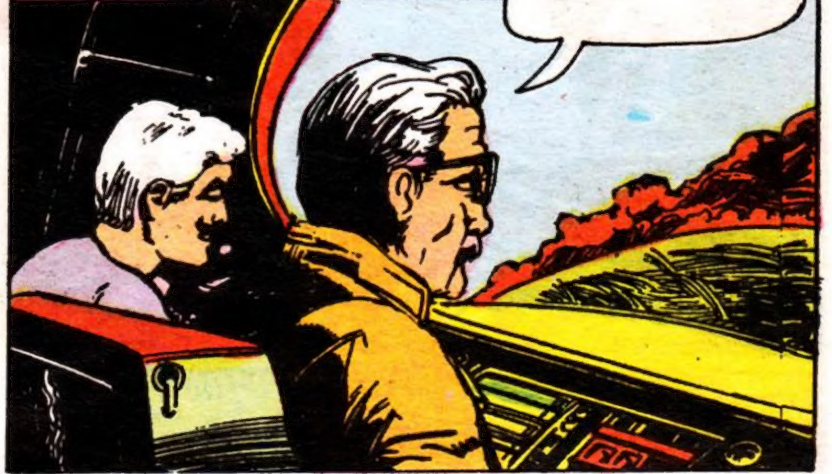
যে সময়টা লাগল মেশিন ঠিক করতে, ততক্ষণে অম্বিকা গ্রহের রকেট নিজের অভিযানে সফল হয়ে ফির যাচ্ছিল।
বাইরের গ্রহের রকেট। ওটা চোখের পলকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে গেল। ওটা কিরণের গতিতে উড়ে চলেছে।

অম্বিকা গ্রহের প্রসারণ কক্ষে ড: জনের প্রতিকৃতি ফুটে উঠল—
তুমি কে আর এখানে কেন এসেছ?
এ্যাঁ! এ তো ড: জন!
নিজেদের প্রসারন চিত্রপট চালু করে দেখে নাও।
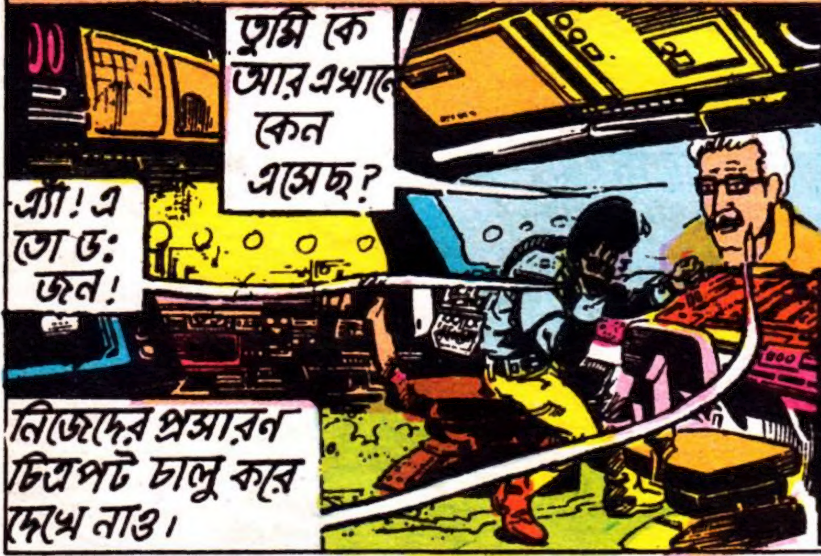
প্রসারণ কক্ষের চিত্র চালু হলে—
না...না...এতো চাচা চৌধুরী আর সাবু! স্তব্ধ কিরণের বাঁধনে আবদ্ধ।

হ্যাঁ! আমরা এদের অপহরন করে এনেছি। সাহস থাকলে অম্বিকা গ্রহে এসে এদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাও।

ড: জন রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে রকেটের পিছু নিলেন আর যাত্রাপথ বানিয়ে নিলেন।
বুঝে গেছি। অম্বিকা গ্রহ ৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরে। ভারত সরকারকে খবর দিই।
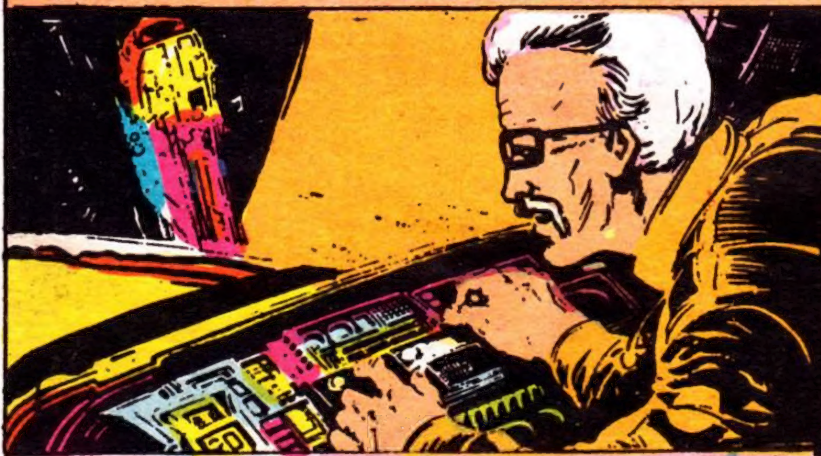
ড: জন দিল্লীতে খবর পাঠালেন। তারপরই প্রধানমন্ত্রীর আদেশে—
অম্বিকা গ্রহের রকেট চাচা চৌধুরী আর সাবুকে অপহরণ করেছে।
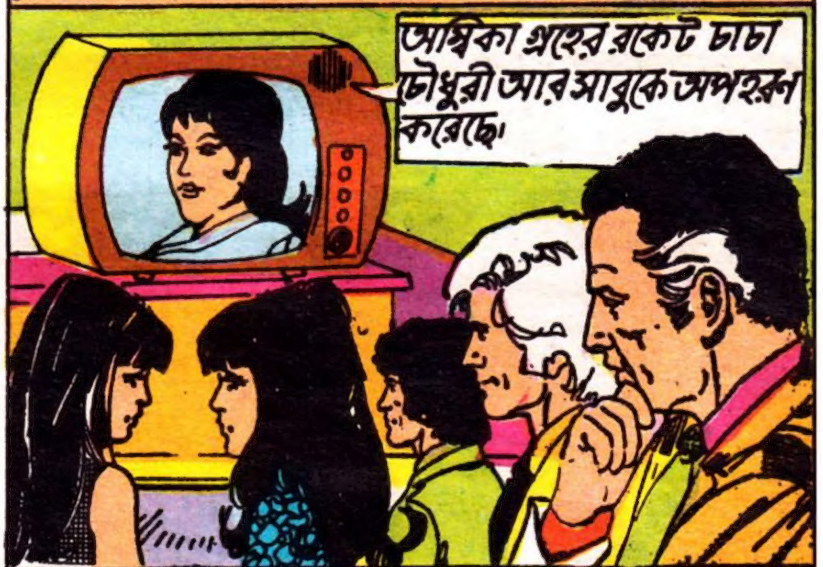
গোপন বাড়ীতে লম্বু-মোটুও এই দু:খজনক খবর শুনল।
ড:জন নিজের রাডারে অম্বিকা গ্রহের রকেট দেখেছেন—
?
!?

৩০,০০০ আলোকবর্ষ দূরের অম্বিকা গ্রহের রকেট দ্বারা চাচা চৌধুরী আর সাবুর অপহরণ।
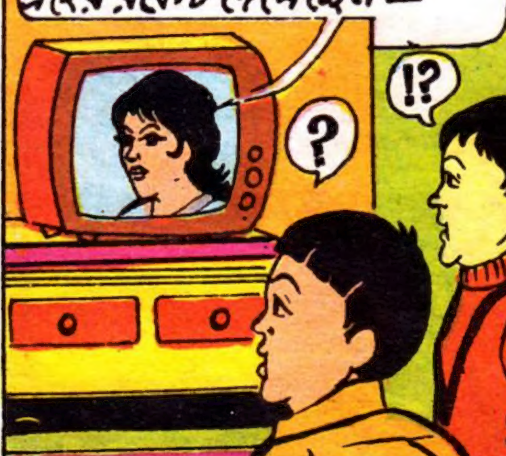
সবাই দুর্ঘটনা স্থলে পৌঁছল—
একটা ছেলে বলল যে, ওটা বেলুনের মত উড়ছিল।
ঘাস সব গায়েব হয়ে গেছে। ওদের চুম্বকীয় শক্তিতে টেনে নেওয়া হয়েছে।
এর মানে রকেট থেকে কোন ছোট একটা অদৃশ্য রকেট পাঠানো হয়েছিল, যেটা ওদের চুম্বকীয় শক্তিতে টেনে নিয়েছিল।
!?

যখন জানতে পারলাম যে, চাচা চৌধুরীকে অপহরন করা হয়েছে, মনটা দুঃখে ভরে উঠেছিল—
আমরাও ওনাকে খোঁজার কাজে অংশ নেব।
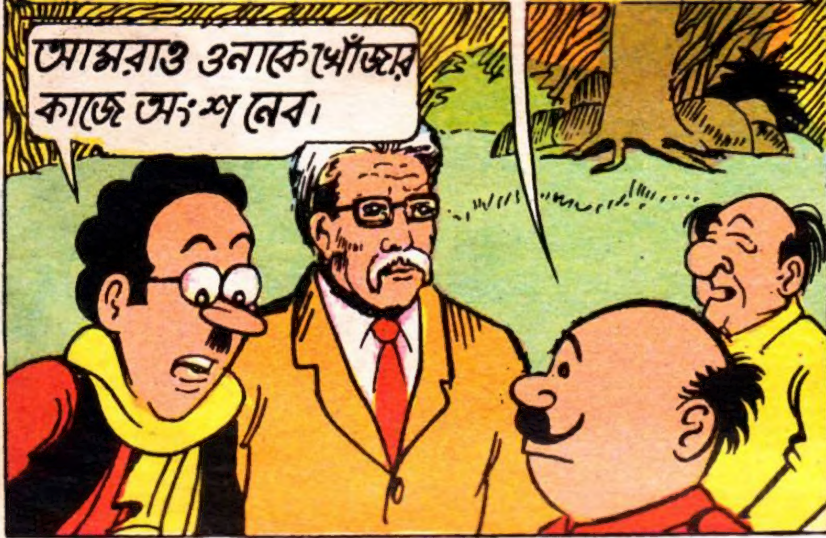
ডঃ জন সিদ্ধান্ত নিলেন—
এ ব্যাপারে আমরা ডায়মণ্ড কমিকসের গুপ্ত ভবনে বসে সিদ্ধান্ত নেব। কাল পাঁচটার সময় মিটিং শুরু হব

নিজেদের বাড়ীতে—
ভগবান আমাদের ভাগ্য এমন করে লিখেছেন যে, আমরা কোন কাজেই নাম পাই না। যদি চাচা চৌধুরীকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি তো আমাদের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।
চাচা চৌধুরীকে খোঁজাটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। কারন আমি চোখে লাগাবার জন্য ব্যাঙের ছালের এমন এক সুর্মা বানিয়েছি, যেটা চোখে লাগালে চারিদিকে শুধু চাচা চৌধুরীকে দেখতে পাবে।
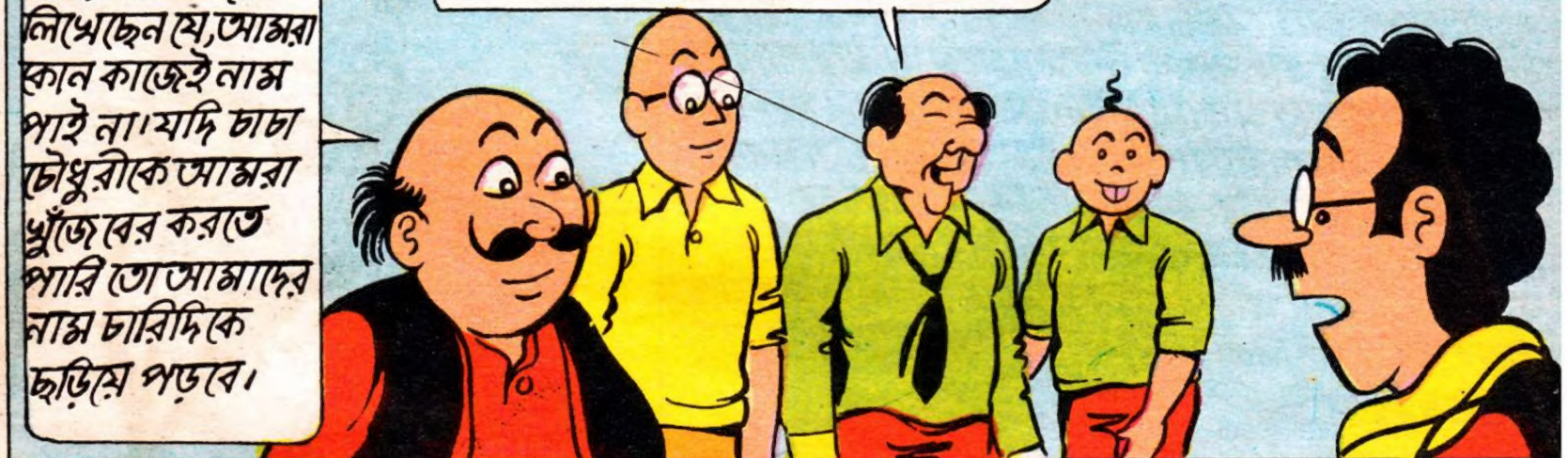
ডায়মণ্ড কমিকসের গুপ্ত ভবন—যেখানে জরুরী ব্যাপারে আলোচনার জন্য সবাই একত্র হয়েছিল। আজ মিটিং-এর অধ্যক্ষতা ডঃ জন করছিলেন। ওনার সঙ্গে এক রহস্যময় মুখোশধারীও ছিল আর লম্বু-মোটু, চাচা-ভাতিজা, মহাবলী শাকা, ই. গিরীশ, গোয়েন্দা চক্রম, তাউজী, মামা-ভাগ্নে, রাজন-ইকবাল, ফৌলাদী সিং, লম্বু এবং ডায়মণ্ড কমিকসের নতুন সদস্য মোটু-পাতলু, চেলারাম, ডঃ ঝটকা, মাষ্টার ঘাসিটারাম আর জুডো মাষ্টারও উপস্থিত ছিলে।

আমরা সবাই জানি যে, চাচা চৌধুরীর অপহরণ আম্বিকা গ্রহের রকেট করেছে। সুতরাং, ওনাকে মুক্ত করতে আমাদের পুরো আম্বিকা গ্রহের সঙ্গে লড়তে হবে।

আমিও এক পোয়া দুধ খেয়ে এসেছি।

পুরো আম্বিকা গ্রহের সঙ্গে লড়তে হলে শক্তি চাই। আমার কাছে শক্তির ইঞ্জেকশন আছে, যা আমি কুমীর আর গণ্ডারের ছালের জুস থেকে বানিয়েছি।
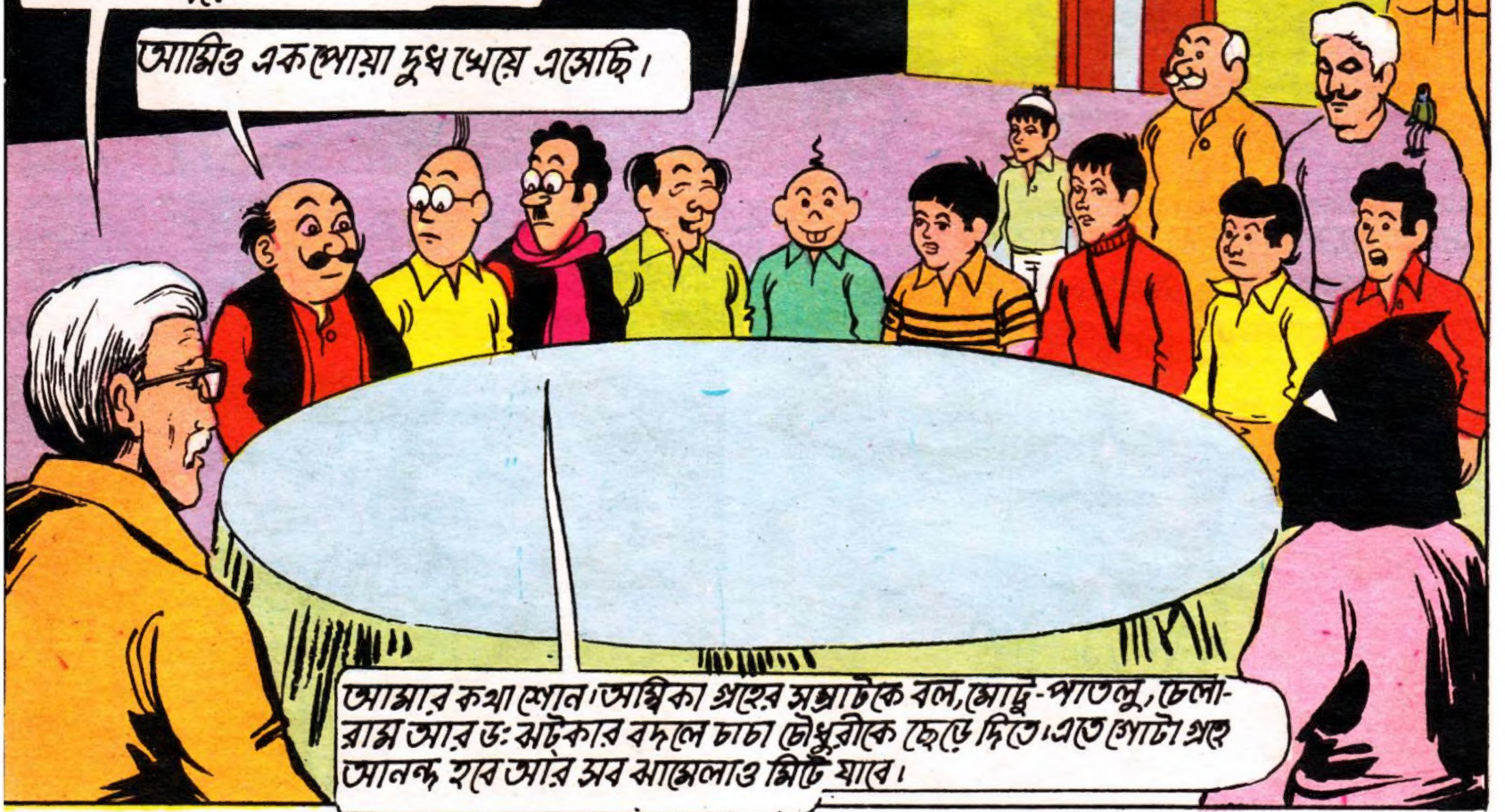
আমার কথা শোন। আম্বিকা গ্রহের সম্রাটকে বল, মোটু-পাতলু, চেলারাম আর ডঃ ঝটকার বদলে চাচা চৌধুরীকে ছেড়ে দিতে। এতে গোটা গ্রহে আনন্দ হবে আর সব ঝামেলাও মিটে যাবে।

আমার সঙ্গে যে মুখোশধারী রয়েছে, ও নিজের রহস্য তখনই খুলবে, যখন চাচা চৌধুরীকে আমরা মুক্ত করতে পারব। এই ফাঁকে আমরা ওর সব কথা মানব। আর ওর প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করব। ওর প্ল্যান মত আমরা তিনটে গ্রুপ বানিয়েছি।
ডায়মণ্ড গুপ্ত ভবন
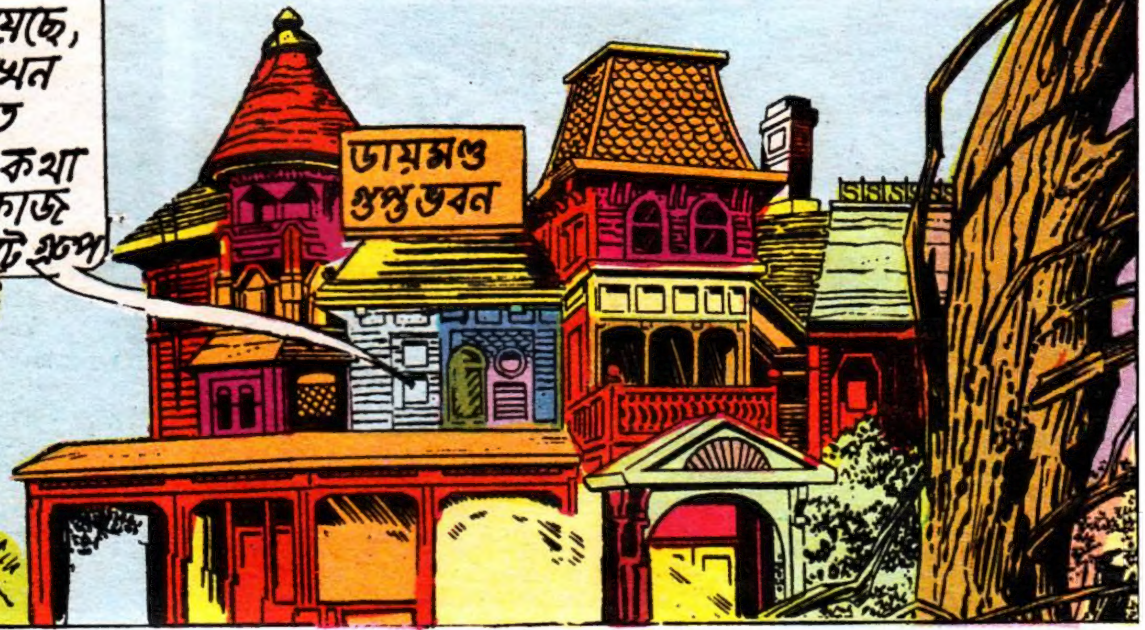
এক নম্বর গ্রুপে ফৌলাদী সিং, লম্বু-মোটু, ইন্সপেক্টর সিরীশ, মহাবলী শাকা থাকবে। দু নম্বর গ্রুপে থাকবে চাচা-ভাতিজা, মামা-ভাগ্নে, তাউজী আর গোয়েন্দা চক্রম আর তিন নম্বর গ্রুপে মোটু-পাতলু, ডাঃ ঝটকা, মাস্টার ঘাসিটারাম, চেলারাম আর রাজন-ইকবাল থাকবে।

ঐ মুখোশধারী কোন্ গ্রুপে থাকবে?
ও আলাদা রকেটে যাবে, কিন্তু বাকী তিনটে রকেটের সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকবে। এবার আমি তোমাদেরকে আমার দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছি।

ডঃ জনের দ্বীপে—
চারটে রকেটের মডেল আলাদা-আলাদা। কিন্তু যোগ্যতা প্রত্যেকটারই সমান। যে গ্রুপ যে রকেট পছন্দ করবে, সেটাই তারা পাবে।
কি দূরদর্শী আপনি!
আমরা ডিমের আকৃতিওয়ালা রকেট নেব, ওটা উল্টোপাল্টা চলার বিপদ থাকবে না।
আমরা ডানদিকেরটা নেব।
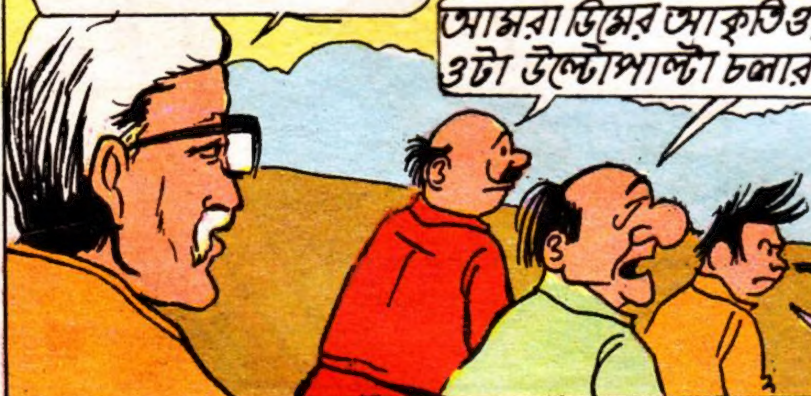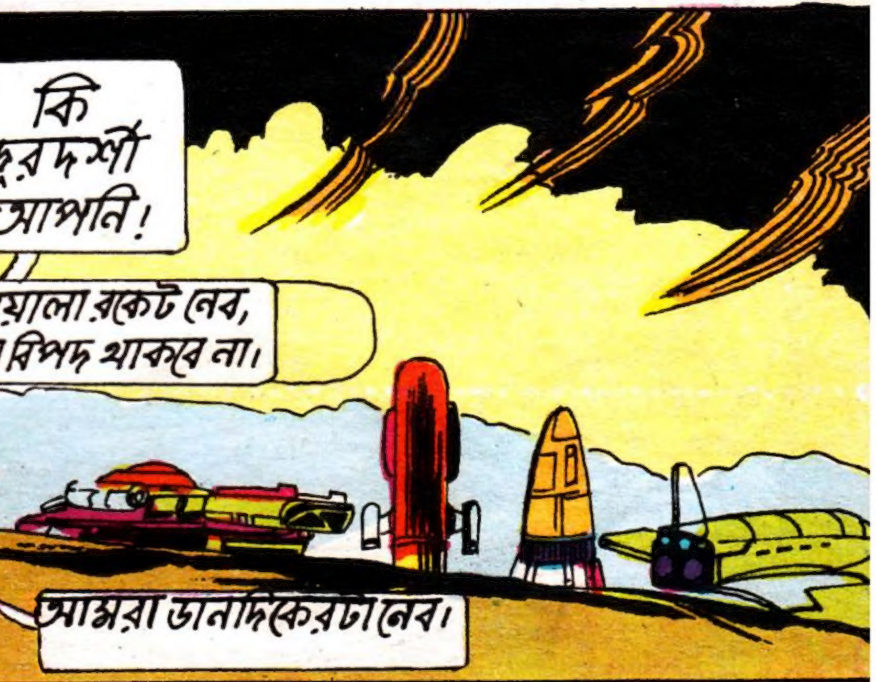
মোটু-পাতলুর যান অন্তরীক্ষে রওনা হয়ে পড়ল —
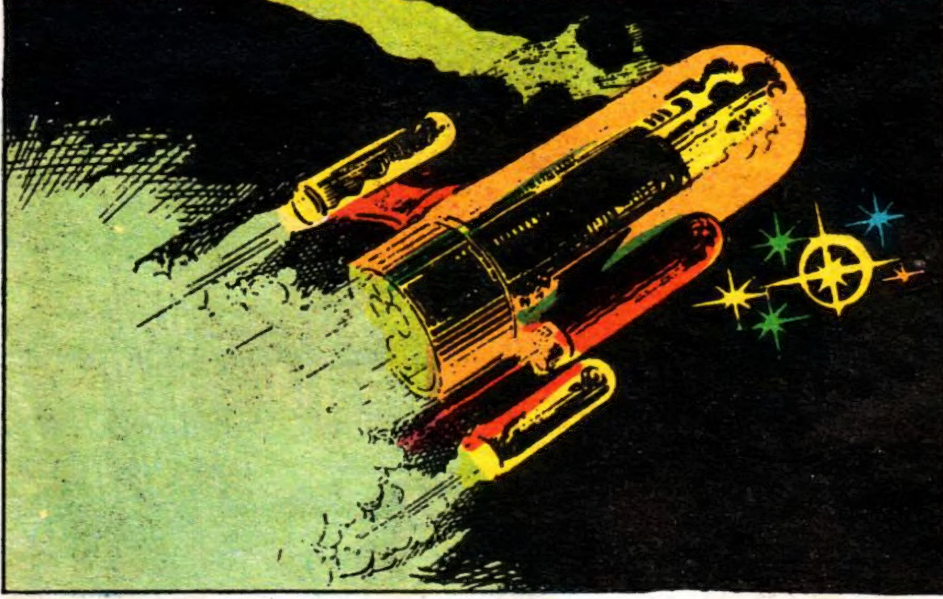
গ্রুপ একের রকেটও —

এরপর দু নম্বর গ্রুপের রকেটও রওনা হয়ে পড়ল —
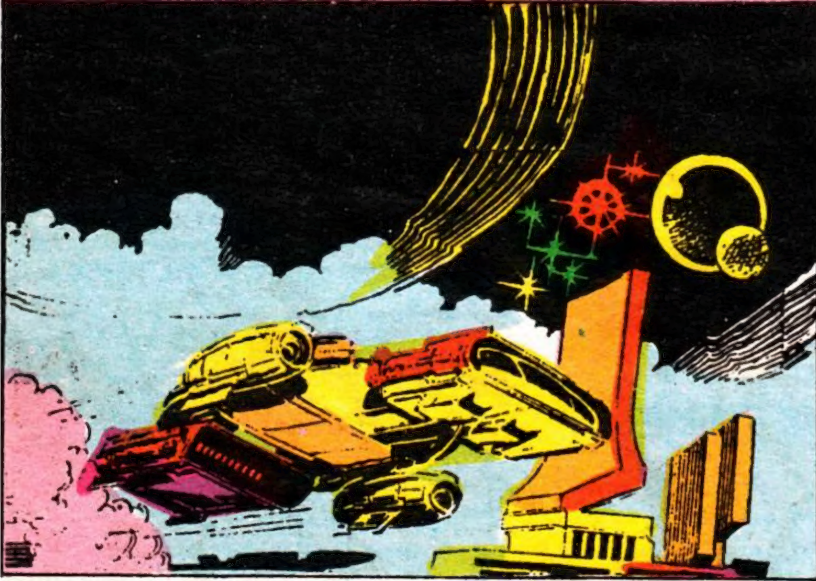
তারপর হান্টার রকেটও উড়ে চলল, যাতে একা মুখোশধারী ছিল —
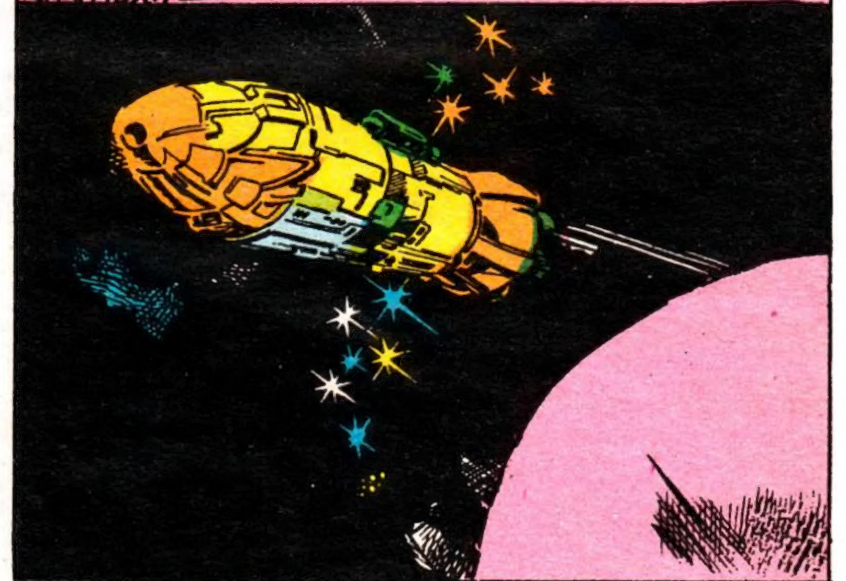
পরে... চারটে রকেট আলাদা-আলাদা পথে অম্বিকা গ্রহের দিকে এগোচ্ছিল, যাদের ড: জন নিজের দ্বীপের ল্যাবরেটরীতে বসে লক্ষ্য করছিলেন। চারটে রকেটের সঙ্গেই ওনার রেডিও-যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।
রিপোর্ট পাঠাও। কোন বিপদ নেই তো?
দারুন!
ও.কে.!
আরে বাঃ!
অপূর্ব!
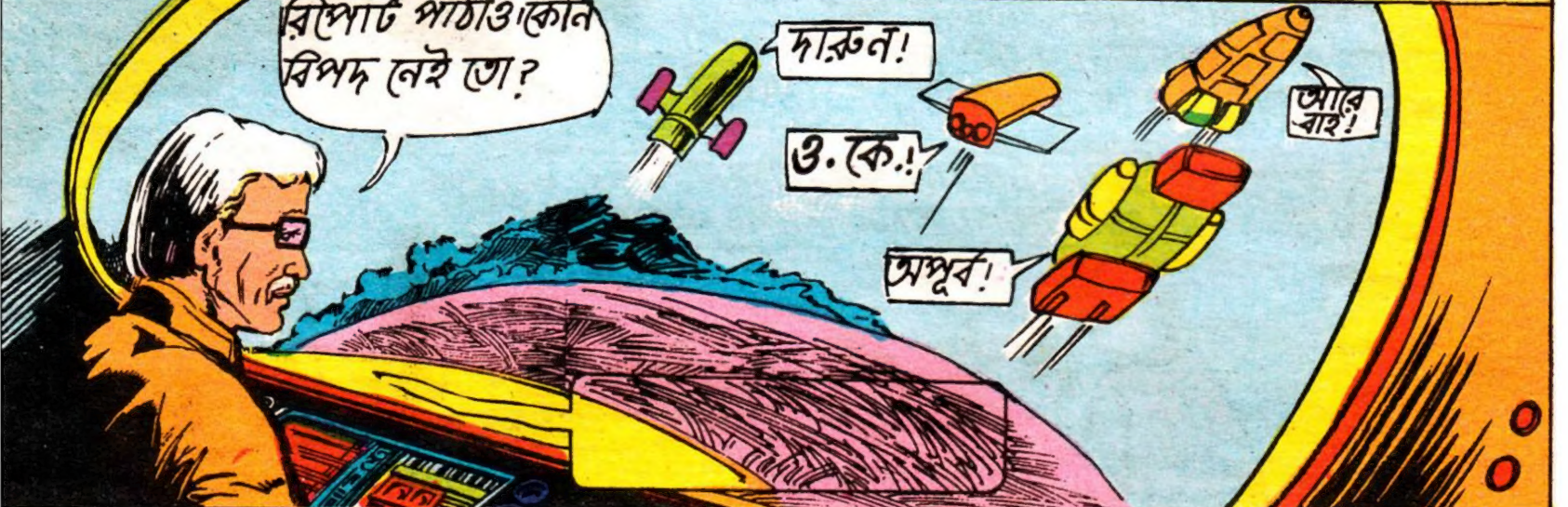
গ্রুপ নং এক অর্থাৎ ডার্ফ রকেটের প্রসারণ কক্ষের স্ক্রীনে হান্টার রকেটের আরোহী মুখোশধারীকে দেখা গেল —

তোমরা আম্বিকা গ্রহের খুব কাছে এসে গেছ। তোমাদের ওপর যে কোন সময় আম্বিকা গ্রহ থেকে হামলা হতে পারে। সেই হামলাকে ব্যর্থ করে আম্বিকা গ্রহের 'সৌর-এনার্জী' কেন্দ্রে নামো।

ঠিক আছে। নামার আগে আমরা কম্প্যুটারে সেই কাজটা করে নেব।

আর ওকে নষ্ট করে দেব।

ডার্ফ রকেট অম্বিকা গ্রহের নভসেনার মেসেজ পেল—
এসো...পৃথিবীর তুচ্ছ রকেট। আমরা জানি যে, আমাদের সম্রাট গুলোমীর প্ল্যান সর্বদা সফল হয়। তোমরা এখানে আমাদের চক্রব্যূহে ফেঁসে মারা পড়বে।
আমরা চক্রব্যূহ ভেদ করতে প্রস্তুত। কোথায় সেই চক্রব্যূহ?

তোমাদের চারিদিকে আমাদের রকেট রয়েছে অদৃশ্য রূপে। তোমরা ওদের দিকে নিশানা সাধতে পারবে না, কিন্তু তোমরা ওদের নিশানার মধ্যেই রয়েছ।
মোটু! সাত নম্বর বোতাম টেপ। এতে সেই রাডার সক্রিয় হয়ে উঠবে, যা অদৃশ্য জিনিষও দেখতে পায়।
ও.কে. মি. ফৌলাদ!

মোটু সাত নম্বর বোতাম টিপতেই কন্ট্রোল রুমের সব স্ক্রীন সক্রিয় হয়ে উঠল।
আমরা সত্যিই ঘিরে গেছি।
মহাবলী শাকা! তুমি নিয়ন্ত্রণভার সামলাও। আমি এ্যাটাক করব। লম্বু! তুমি ১ আর ২ নং ল্যাবে চল। মোটু আর গিরীশ ডিফেন্স করবে।

কন্ট্রোল রুম চার ভাগে ভাগ হয়ে পড়ল—
সোফিয়া কিরণে রকেটকে সুরক্ষিত করে নিয়েছি।
ল্যাব থেকে দশটা কমপ্যুটার অন্তরীক্ষে যাও।

ডার্ফের ওপর অদৃশ্য রকেট হামলা করল, কিন্তু সোফিয়া কিরণের সুরক্ষার জন্য ওদের হামলা ব্যর্থ হল। অন্যদিকে ফৌলাদ আক্রমন করল আর মহাবলী শাকা চক্রব্যূহ ভাঙল। এর সঙ্গে-সঙ্গে লম্বুর পাঠানো কমপ্যুটার ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল।

এবার শেষ রকেট দুটোও গেল।
তোমার একটা নিশানাও ব্যর্থ হয়নি, ফৌলাদ!

লম্বু ১ আর ২ নং ল্যাব থেকে ঠিক সময় কমপ্যুটার ছেড়ে ছিল। আমাদের রকেট যখন অম্বিকা গ্রহের ওপর ঘুরে বেড়াবে, তখন ঐ সব কমপ্যুটার ফেটে যাবে আর যে গ্যাস বেরোবে, তা অম্বিকা গ্রহের রাডারকে অন্ধ করে দেবে।
তাতে আমাদের সৌরশক্তি কেন্দ্র খুঁজতেও সুবিধা হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে দশটা কমপ্যুটার অম্বিকা গ্রহের পরিধিতে ফেটে গেল।
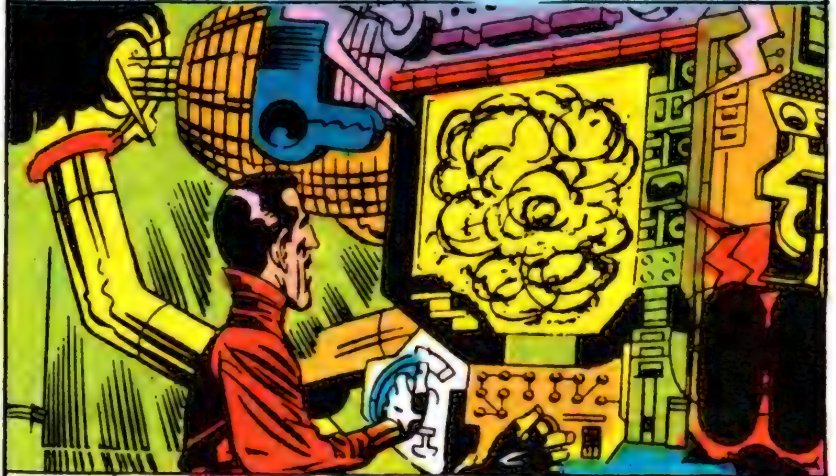
অম্বিকা গ্রহের নভসেনার সব ক'টা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে হৈ-চৈ পড়ে গেল।
রাডার অন্ধ হয়ে গেছে, শুধু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া সরাও, নয়তো আমরা বর্বাদ হয়ে যাব।

অন্য দিকে ডার্ক রকেট সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল। ওর ক্যামেরা মাটিতে সৌরশক্তি কেন্দ্র খুঁজছিল।
পেয়ে গেছি। ঐ বিশাল দুর্গের মত বাড়ীটাই এখানকার সৌরশক্তি'র ভাণ্ডার। ওটাকে ধ্বংস করার জন্য কিরণ দিয়ে হামলা করলে গোটা গ্রহ ধ্বংস হয়ে পড়বে।
তা কোর না ফৌলাদ! তাহলে চাচা চৌধুরীকে খুঁজতে আমাদের স্বর্গে গিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সঙ্গে লড়তে হবে।
হা...হা.. হা...হা..!
এটার কি গ্যারান্টী আছে যে, চাচা চৌধুরী স্বর্গেই যাবে। ও তো নরকেও যেতে পারে। তখন হয়তো রাবণ-কুম্ভ কর্ণ-মেঘনাদের সঙ্গে লড়তে হতে পারে।
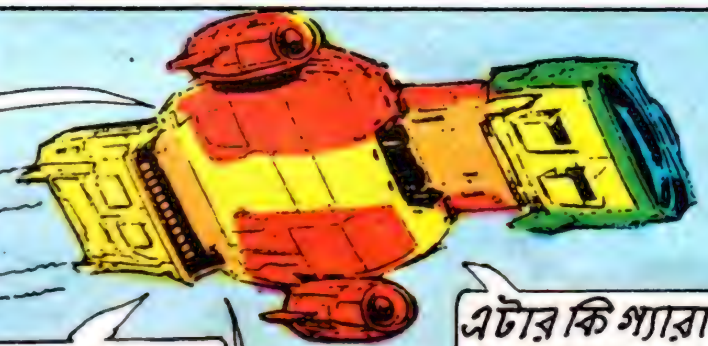
এবার আমাদের মাটিতে নামতে হবে। মহাবলী শাকা! ডার্কের নিয়ন্ত্রণভার এবার কম্প্যুটারের হাতে তুলে দাও। কম্প্যুটারের সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্পর্ক থাকবে।
যদি আমাদের অনুপস্থিতিতে ডার্কের ওপর হামলা হয়?
কম্প্যুটার এ্যাটাকও করতে পারে। সেব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ডার্ক রকেটের কন্ট্রোল কম্প্যুটারের হাতে তুলে দিয়ে ওরা অন্তরীক্ষ পোশাকে বেরিয়ে এল।

সবার কাছে তেমনই পোশাক ছিল, যেমনটা ফৌলাদ আর ওর ছোট্ট সাথী লম্বুর কাছে ছিল।
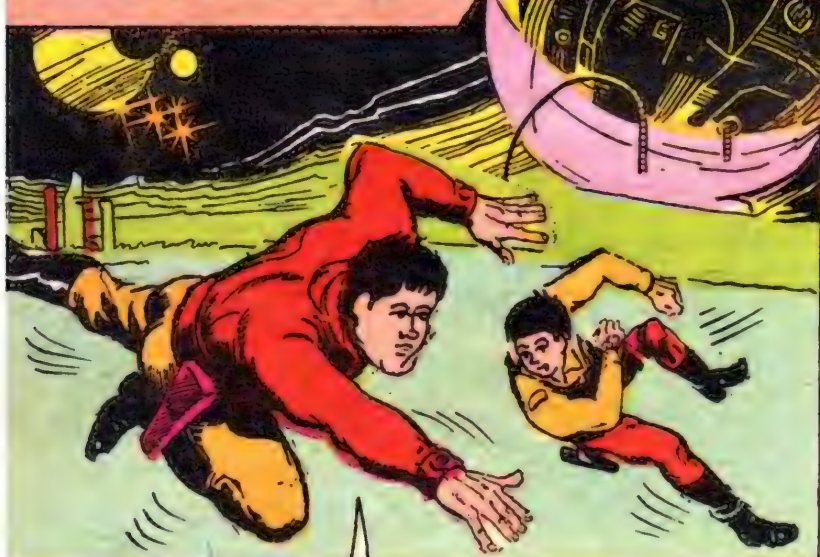
মোটু! পাখীর মত আকাশে ওড়াটাও কত আনন্দদায়ক!

সেই সৌরশক্তির বিশাল কেন্দ্র থেকে পুরো আম্বিকা গ্রহে সৌরশক্তি বিতরিত হত।
মহাবলী শাকা আর ই. গিরীশ! তোমরা দু জনে পেছনে থাকবে। সামনে থাকব আমি—মাঝে লম্বু।
ঠিক আছে।
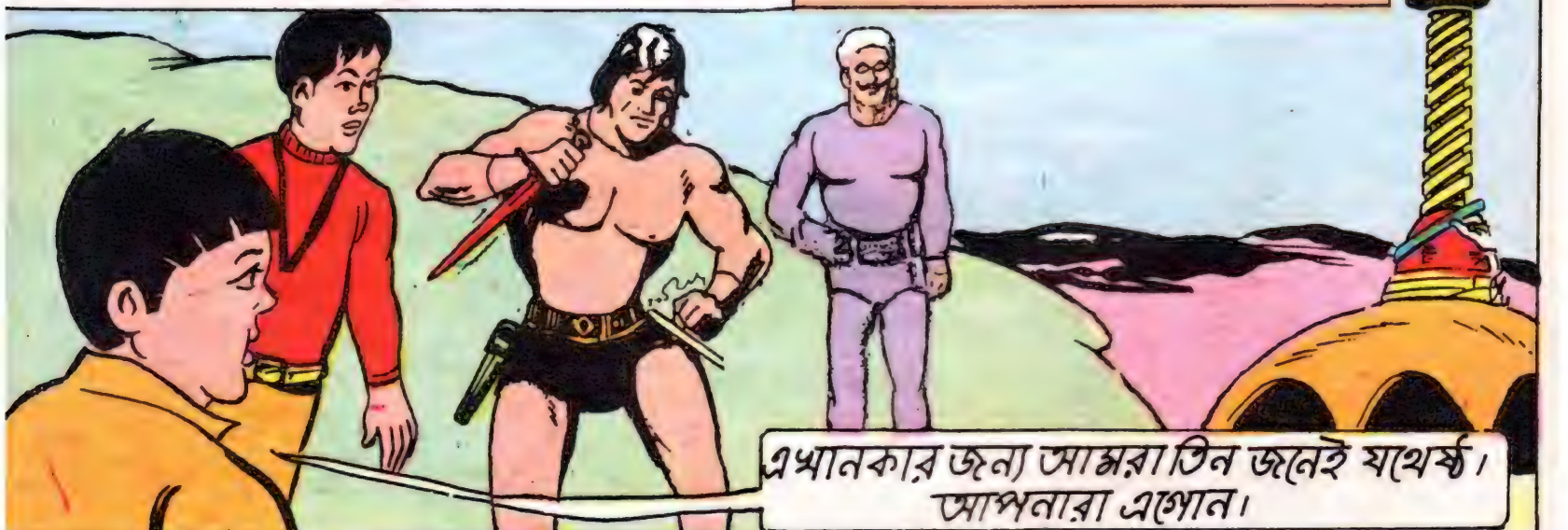
এরপর সৌরশক্তি কেন্দ্রের বাইরে—
এখানকার জন্য আমরা তিন জনেই যথেষ্ট। আপনারা এগোন।
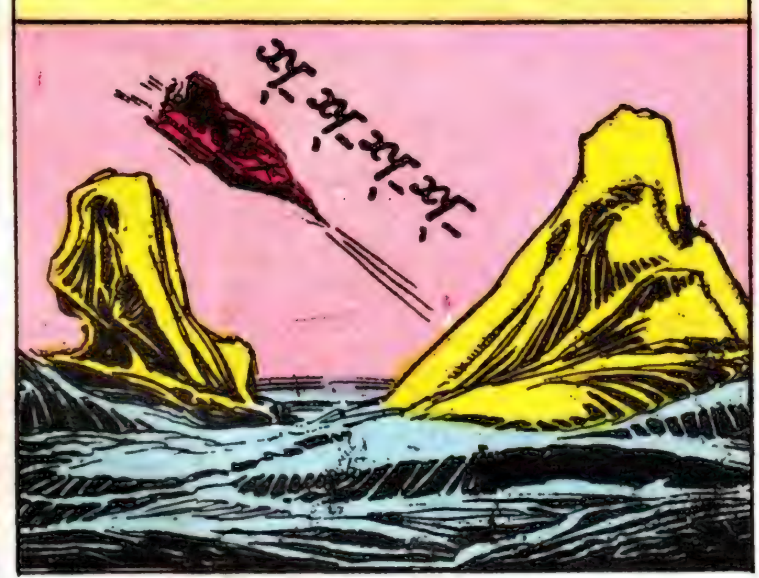
জলের স্রোত কল্পনারও বাইরে ছিল। ব্রীজ চাপ সহ্য করতে পারল না আর...

গড়...গড়াক

গ..ড়ড়..

সম্রাট গুলোমীর দরবারে লাগানো পর্দায়—
মালিক! সব নদীর জলসীমা স্বাভাবিকের চেয়ে দশ মিটার উঁচুতে হয়ে পড়েছে। কোন ব্রীজ, কোন বাঁধ কিছুই বাঁচেনি। রাস্তা আর রেলপথও বন্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশে গ্যাস ছড়িয়ে থাকার জন্য বিমান সেবাও বন্ধ হয়ে পড়েছে।
আমাদের নভসেনা কি করছে? আমাদের রাডার, যা ৫০,০০০ আলোকবর্ষ দূরের জিনিষও দেখাতে পারে, ঐ ধোঁয়া কি ওকেও অন্ধ করে দিয়েছে? যে বিমান সব রকম ভাবে উড়তে সক্ষম, সেও কি খারাপ হয়ে পড়েছে? কিন্তু এসব কি করে হল?
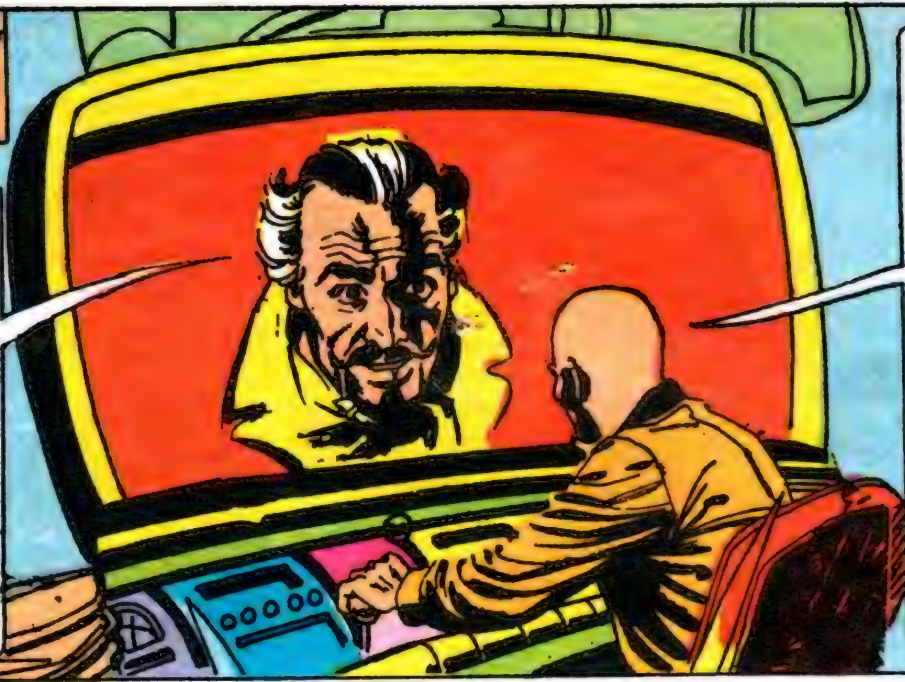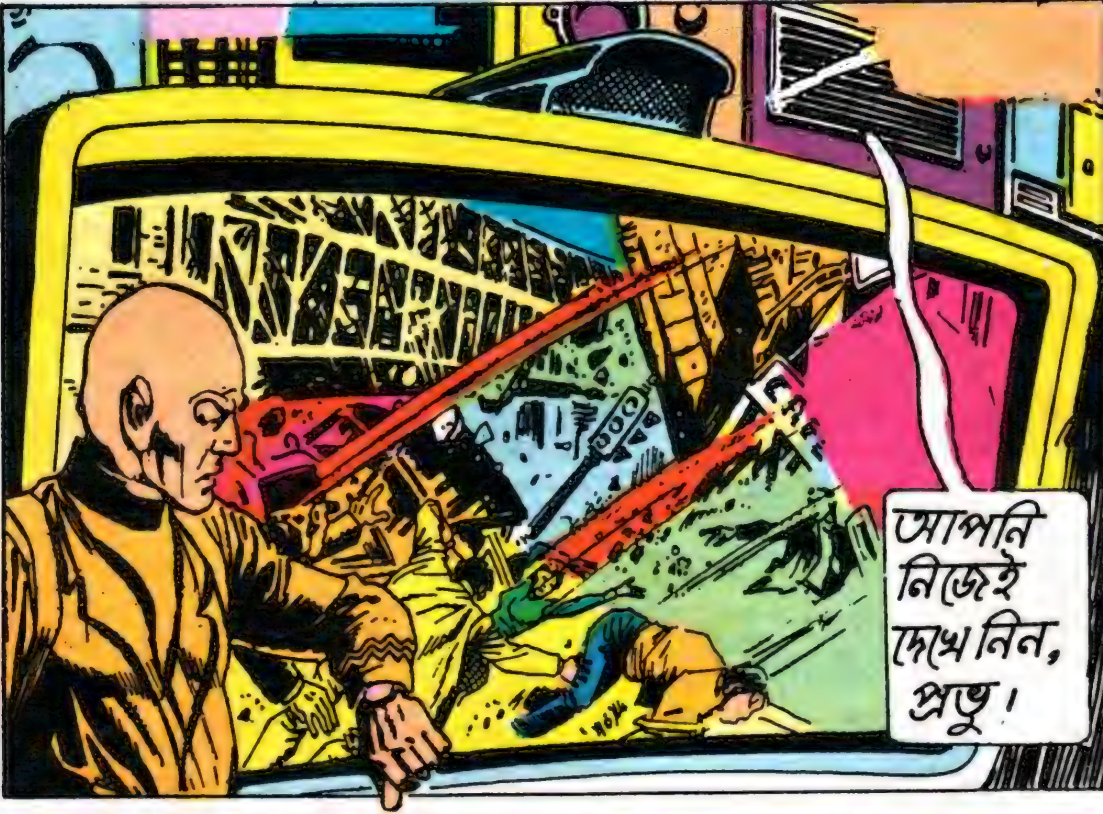
আপনি নিজেই দেখে নিন, প্রভু।

নভসেনা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমাদের অদৃশ্য হতে সক্ষম রকেট-সেও শত্রুর রকেটের চোখে পড়ে গেছে। ওরা আমাদের প্রতিটি চক্রব্যূহ ভেঙে দিয়েছে।
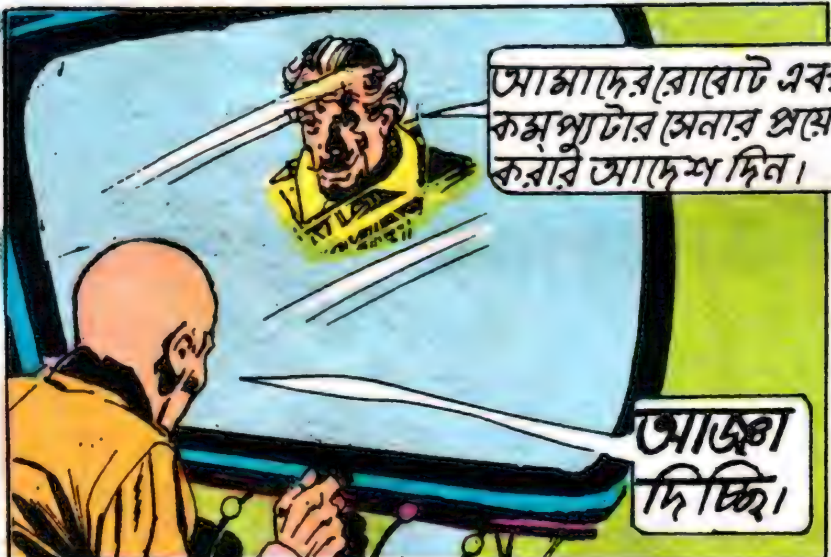
আমাদের রোবোট এবং কম্প্যুটার সেনার প্রয়োগ করার আদেশ দিন।
আজ্ঞা দিচ্ছি।
নভসেনার কমাণ্ডার কন্ট্রোল রুম থেকে আদেশ প্রসারিত করল।
রোবোট এবং কম্প্যুটার সেনা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসছে। সৈনিক এবং নাগরিকেরা ওদের সাহায্য করুন।
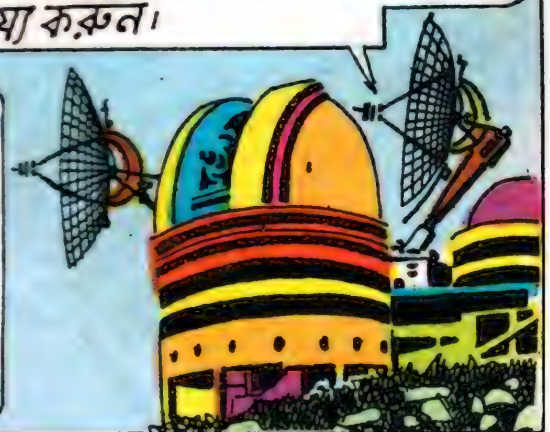
এদিকে তিন নম্বর গ্রুপের গ্লোব রকেট একটা মাঠে নামল —
জয় বীর হনুমান..ধ্যাত্তেরি..এর নাকে জুতো ঠেকাও... যাত্রা মাটি করে দিল।
এখানে ব্যান্ড পেয়ে গেলে এর হাঁচির চিকিৎসা করে দেব।
আঁ..চ্চি!

পরে...
পোশাক তো সবাই পড়ে নিলে.. কিন্তু এটার ব্যবহার করতে জান কেউ?
সেটা বুদ্ধির ব্যাপার। আর আমার কাছে বুদ্ধি হোলসেলে আছে।
কি বললে? তোমার বুদ্ধি ম্যানহোলে আছে?

মাস্টার মসিটারাম নিজের হোলসেল বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পোশাকে খেলা দেখতে লাগল —
এটা হচ্ছে ওপরে ওঠার বোতাম।
ট্রিং!

আর এটা শূন্যে ওড়ার বোতাম।
এবার নেমে এসো! কোন পাখী দেখতে পেলে ঠুকরে দেবে।
দারুণ!

ঠিক আছে, নামছি। এই বোতাম টিপলাম আর- সরে যাও। নয়তো বলবে, স্কাইল্যাব পড়েছে।
এখন নামছ কেন? ওপরে যাও আর নরকে নিজের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা করে এসো।

আরে বাঁচাও! আমার বোতামটা খারাপ হয়ে গেছে।
বাঁ..চা...ও!

বাঁচাও!
ধড়াম!

গেল!
ঘাসিটা!
সত্যি-সত্যিই নরকে গেল!

ভাই সব! এখন দু:খ করে কি হবে? যে যাবার সে তো চলে গেছে। এখন তোমরা আমাদের, পেঁচাদের মত সময় নষ্ট কোর না।
ওকে পাতালের জিনেরা টোস্ট মনে করে চিবিয়ে খাবে।
হু-হু-হু-হু! হায় ঘাসিটা!

অমিটারাম পাতালে চলে যাওয়ায় ওরা দু:খ করতে-করতে শহরের দিকে চলল।
আমার মনে হয় ও নিজের ওপর লজ্জিত হয়ে পাতালে প্রবেশ করেছে।
ভারতমাতার এক চারশো বিশ সন্তান কমে গেল- ওর ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

শহরে রোবোট সেনা এসে গেছিল।
আরে এদের পোশাক তো আমাদেরই মত। ব্যস, কাজ হয়ে গেছে।

রোবোটেরা ওদের চিনে ফেলল। ওরা মানুষের গন্ধ চিনত।
এরা আমাদের গ্রহের নয়। এরা পৃথিবীবাসী। এদের গায়ের গন্ধ অন্য রকম।
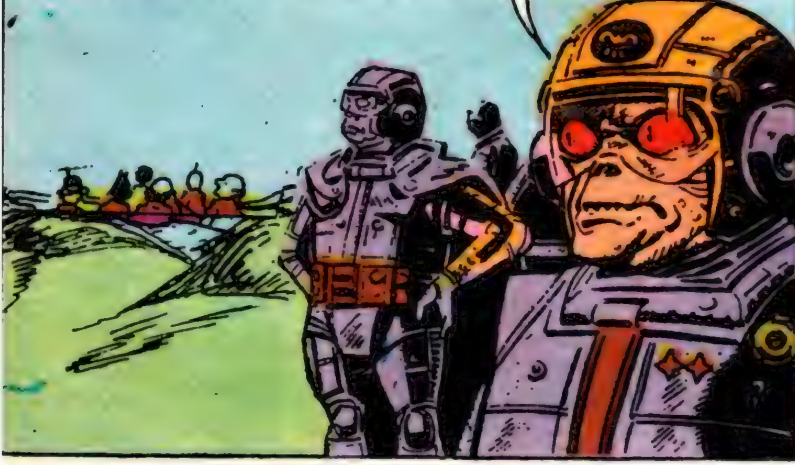
আমার নাক চুলকোচ্ছে।
কতবার বললাম, আমার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে। কুমীরের মোরব্বা নাক চুলকানি নাক সমেত গায়েব করে দেয়।
সাবধান! রোবোট সেনা আসছে।

হিংসা খুব খারাপ। আমরা গান্ধীর দেশের সভ্য নাগরিক। আমরা অহিংসায় বিশ্বাস করি। আরে..র। শুনছে না? ঠিক আছে। তোমরা কি ভাব, আমরা লেজ গুটিয়ে পালাতে পারি না?
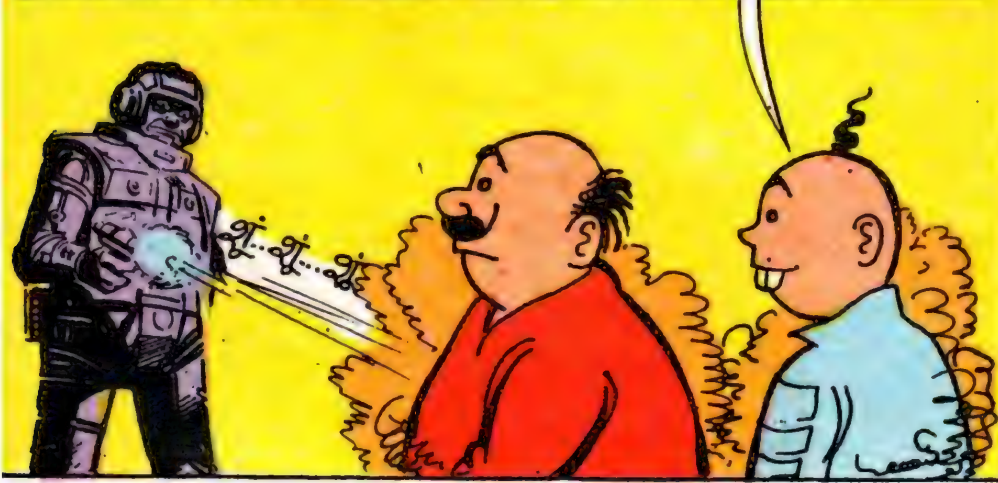
রাজন-ইকবাল ওদের জ্যাকেটের বোতাম টিপে দিল—
ট্যুইং
ট্যুইং

দেখাদেখি সবাই তাই করল আর পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে...
বাঁচাও ss

সামনে একটা বাড়ী ছিল...
আগেই বলেছিলাম যে, হিংসা ভাল নয়।
শোনালি! এবার নরকে যাও।
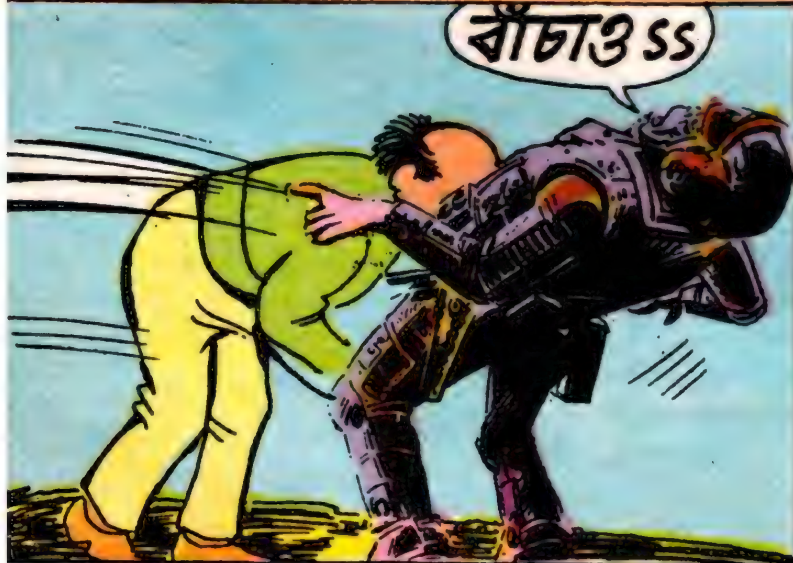
বৈজ্ঞানিক পোশাক পড়ে থাকায় ওদের চোট ও লাগল না। ওদের গতিও রকেটের মত ছিল ...ওরা একের পর এক দেওয়াল ভেঙে চলল।
?
আমাদের সঙ্গে লড়া.....!
অত সোজা নয়।

আরে... এবার থামো!
না! আমরা এদের সব কিছু...
ধ্বংস করে তবে থামব।
বাহাদুরেরা থামে না, এগিয়েই চলে!!

সত্যি কথা হল, থামার বোতামই খুঁজে পাচ্ছি না।

সম্রাট গুলোসী নিজের দরবারে লাগানো পর্দায় সব দেখছিল।
ওরা মানুষ নয়, বুলডোজার রকেট। গোটা শহরটাকে ওরা নরক বানিয়ে দেবে। ওদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে।
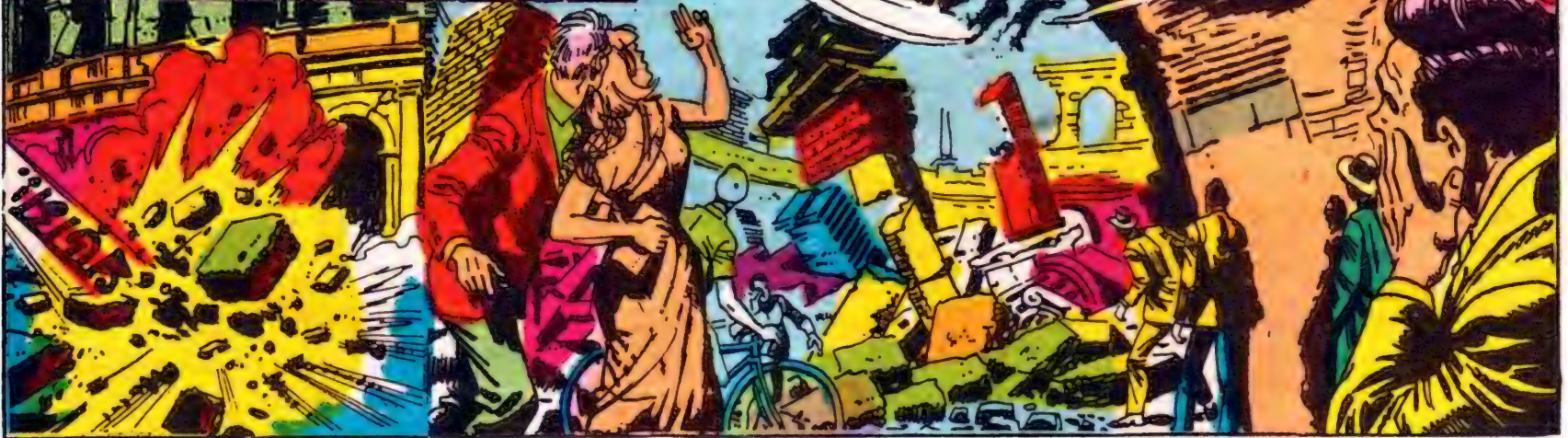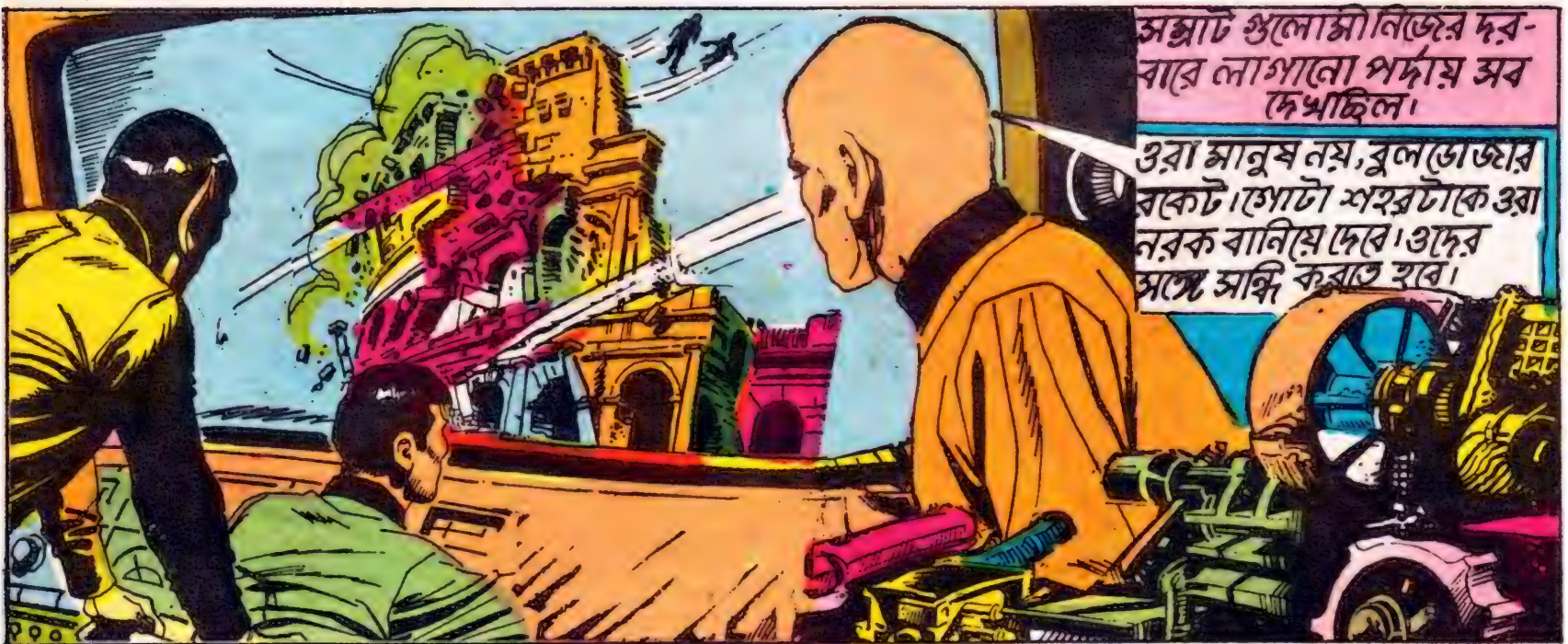
রাজপ্রাসাদ থেকে একটা কম্পুটার মোটু-পাতলু গ্রুপের সঙ্গে সন্ধি করতে চলল —
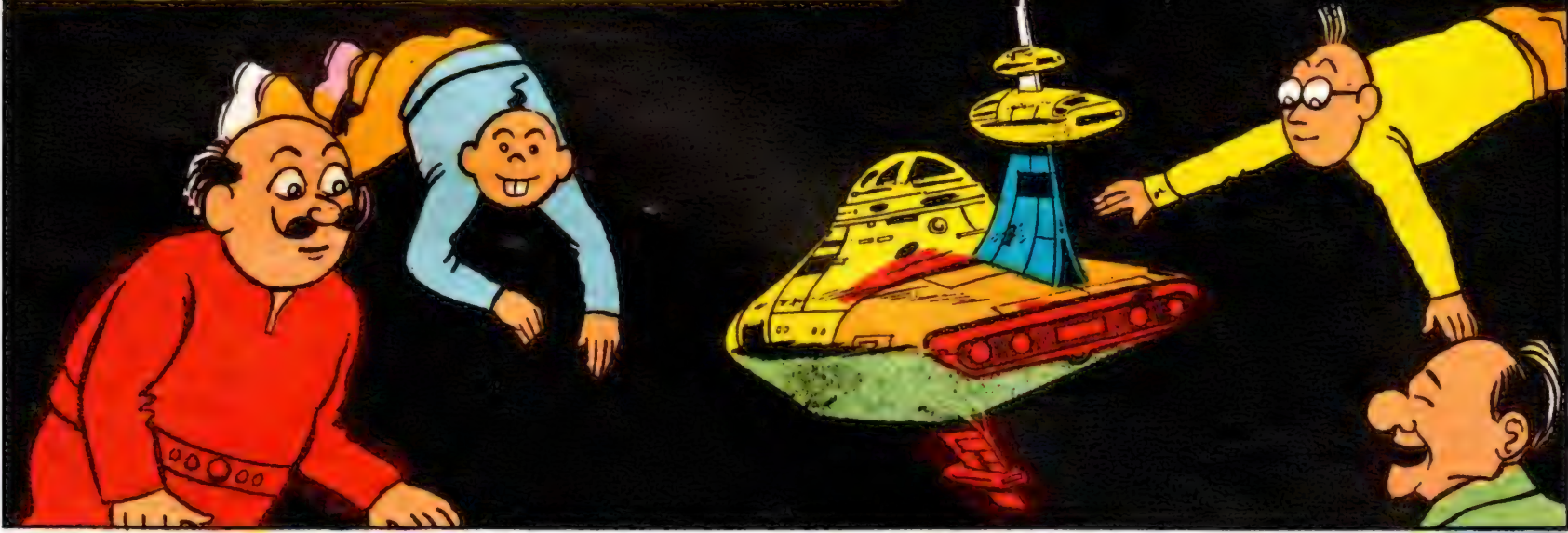
দাঁড়াও! সম্রাট গুলোমী তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চান।
আরে! এবার তো থামো।

ভাগ্য জোরে ওদের হাত ঠিক বোতামে গিয়ে পড়ল আর ওরা শূন্যেই থেমে গেল।
সম্রাট সন্ধি করবেন।
তাহলে তোমাদের ছুঁচো হার মেনে নিল।
হা-হা-হা- আমরা জিতে গেছি।
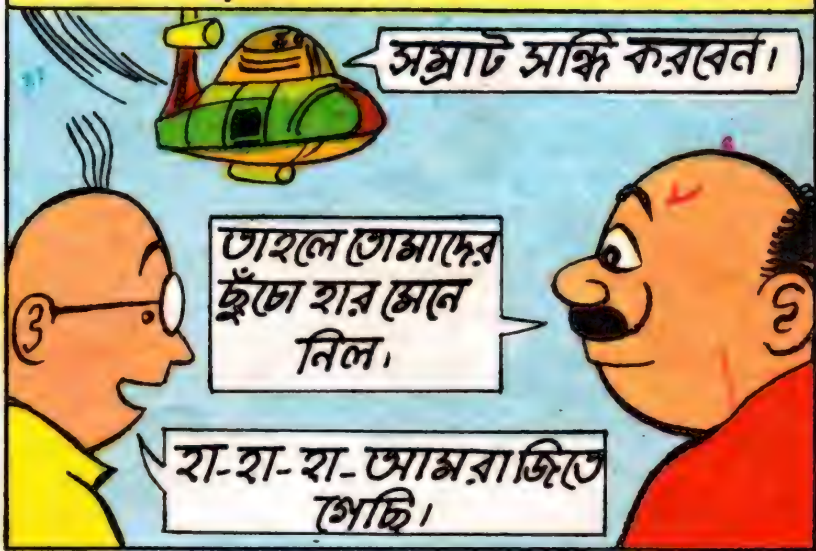
এসো তোমরা!
চল! আমরা প্রমান করে দিয়েছি যে, আমরাই পৃথিবীর প্রথম এবং শেষ সাহসী আর বুদ্ধিমান লোক।
বড়ই আনন্দের ব্যাপার যে, আজ আমাদের মধ্যে মাষ্টার ঘসিটারাম নেই।

ওদিকে ফৌলাদী সিং আর ওর সহযোগী সৌরশক্তি কেন্দ্রের অর্ধেকটা কব্জা করে নিয়েছিল।
সাবধান! সামনের বাঁকে সৈনিক আছে।

মহাবলী শাকা লাফিয়ে সামনে চলে এল আর...
হঁয়া SS!
আ.. হ..!

কিন্তু ওরা সেক্টর দশের মাঠে আসতেই—
দাঁড়াও! নয়তো কোমা-কিরণের এই গোলা তোমাদের উড়িয়ে দেবে।
ও ঠিকই বলেছে কোমা কিরণ থেকে আমাদের পোশাক বাঁচাতে পারবে না।
আত্মসমর্পণ করার অর্থও মৃত্যু আর গোলায় উড়ে যাওয়ার অর্থও মৃত্যু। আমরা লড়ে মরব।
আমারও তাই মত!
আমাদেরও!

কিন্তু তখনই অলৌকিকভাবে মাস্টার ঘাসিটারাম মাটি খুঁড়ে ঠিক কামানের নীচ থেকে বেরিয়ে এল।
ধড়াম...

আরে ও তো মাস্টার ঘাসিটারাম!
কিন্তু ও দাঁড়াল না কেন?
দেবদূতেরা দাঁড়ায় না। কাজ করে চলে।

বিপজ্জনক কম্প্যুটার আর রোবোট!
এদের সঙ্গে শূন্যেই লড়তে হবে।

তৈরী থাকো। হামলা হতে পারে।

ওদের পোশাকেও সব ধরনের শক্তি এসে গেছিল। ওরা একহা ঘুঁষিতে ইস্পাতসদৃশ পাথরও ভেঙে ফেলতে পারত।

ময়দান সাফ!
এসো, এবার সঞ্চিত সৌর শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিই। তাহলে এদের কম্প্যুটার আর রোবোটও শক্তির অভাবে বেকার হয়ে পড়বে।

কন্ট্রোল রুমের ওপর ওদের এটা শেষ হামলা ছিল।
তড়াক
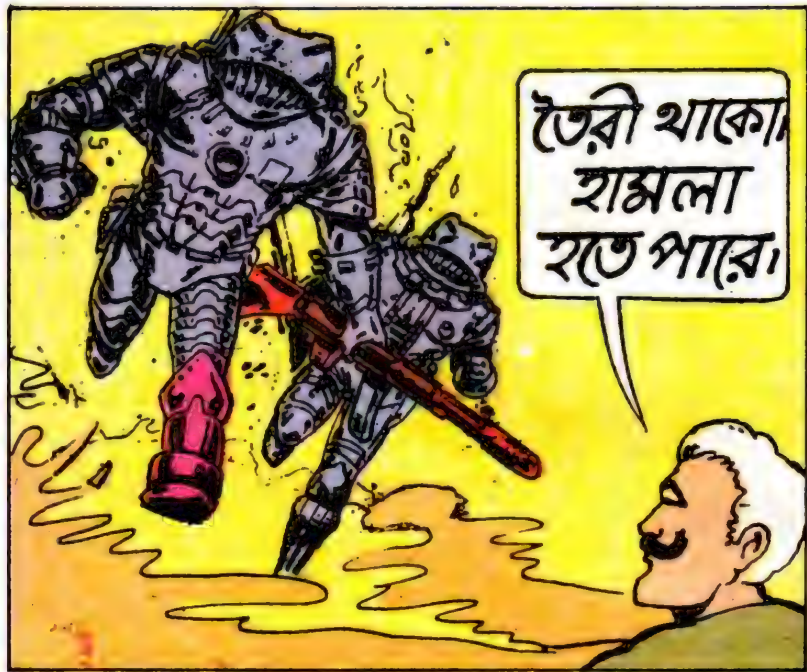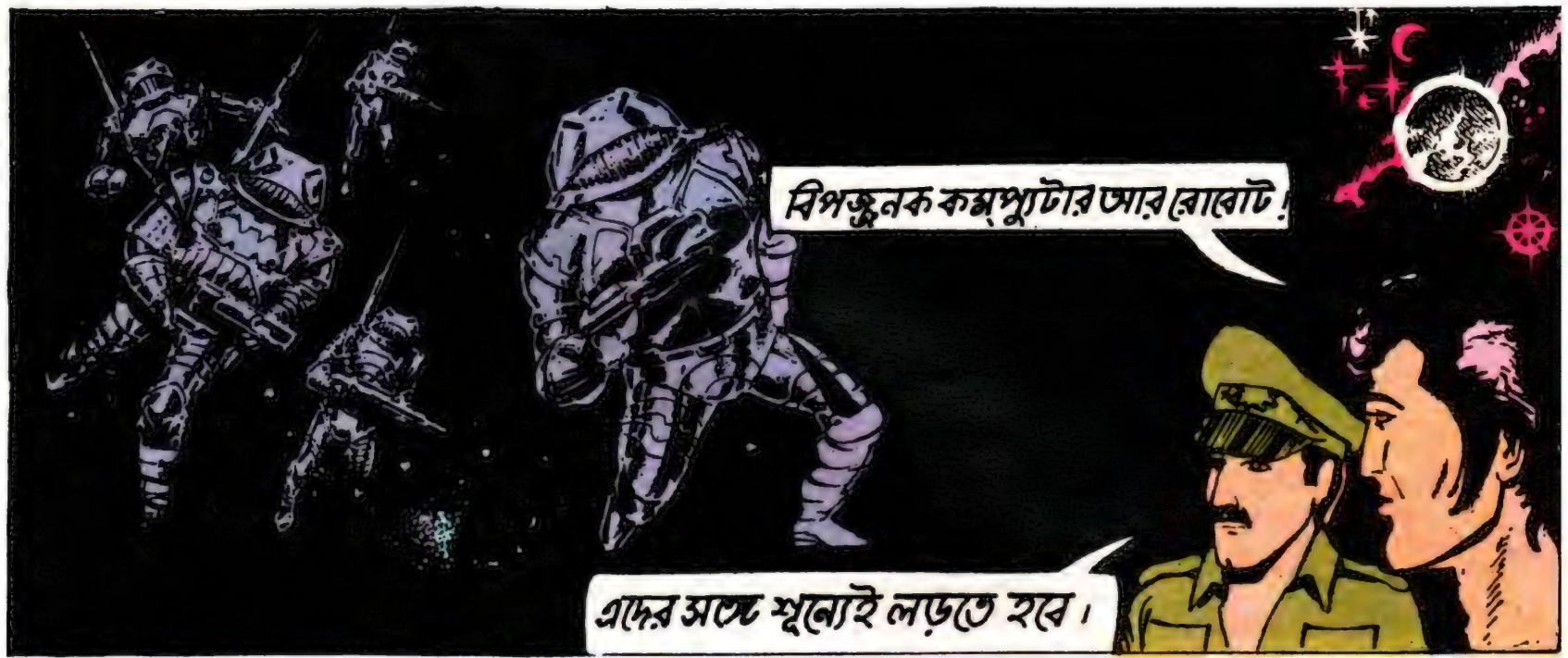
সম্রাট গুলোমীর দরবারে খবর পৌঁছল—
প্রভু! পৃথিবীবাসীরা সৌরশক্তিকে প্রভাবহীন করে দিয়েছে। সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক ঘন্টা পর বেকার হয়ে পড়বে। সৌরশক্তি কেন্দ্রের ওপর পৃথিবীবাসীরা কব্জা করে নিয়েছে।
তোমার কাছে এমন কোন খবর নেই, যাতে আমার মন ভাল হয়ে ওঠে? আমি এই গ্রহের সর্বনাশের জন্য এই প্ল্যান বানাইনি।

নভসেনার ভূগর্ভ শক্তি কেন্দ্রে এতটা শক্তি এখনও আছে যে, নভসেনার রকেট এখনও এক মাস যুদ্ধ করতে পারবে। আজ্ঞা পেলে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেব?

আমাদের গ্রহের পরিধিতে চারটে রকেট ঘুরছে। ওদের মধ্যে একটা গ্লোব মাঠে নেমেছিল। এখন ওটাও আকাশে উড়ছে। ওতে কোন মানুষ নেই। তবুও আমরা ওটাকে ঘিরে ধরতে চাইলে ওটা পালিয়ে গেছে। ওটা হামলাও করে, আত্মরক্ষাও করে।
আমার মনে হয়, এই সব রকেটে করে পৃথিবীর মানুষ এসেছে, ওরা চাচা চৌধুরীকে খুঁজছে। চাচা চৌধুরীকে পেয়ে গেলে ওরা আমাদের গ্রহকে নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের রকেটে চেপে চলে যাবে। তার আগে আমরাই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিলে কেমন হয়? আমাদের এক হাজার স্বচালিত রকেট পৃথিবীর দিকে রওনা করে দাও।
যো হুকুম, প্রভু!

কমাণ্ডার পর্দার ওপর থেকে সরে গেল আর পর্দায় এক নতুন দৃশ্য ভেসে উঠল—
প্রভু! আমি ওকে নিয়ে এসেছি।
ওকে দরবারে নিয়ে এসো।

ওকে দরবারে নিয়ে আসা হল।
তাহলে এই হচ্ছে সম্রাট।
আমার চালে এরা তাহলে ফেঁসেই গেল।
শেষে এর কাছে হার মানতেই হল।

সম্রাট গুলোমী নিজের সিংহা-সনের হাতলের বোতাম টিপল-
এবার তোমরা এমন নরকে পৌঁছবে, যেখান থেকে আ-মার আদেশ ছাড়া বাতাসও বাইরে বেরোতে পারে না।
খট্!

আর বোতাম টিপতেই —
ওহ্! আমরা কোথায় চলেছি!
আরে বাঁচাও!
আমরা তো এমনিতেই দুঃখী ছিলাম।

ওরা সবাই গভীরে পড়ে যাচ্ছিল।
আমরা কোথায় চলেছি!
পাতালে রাজকুমারী মেগুকী ডেকে পাঠিয়েছে।

আমি সব ক'টাকে দেখে নেব।
আগে এটা বল যে, এখন কি দেখছ?
তিন লোক!

তখনই ওখানে এক্স-রে কিরণের বর্ষা শুরু হল —
আরে মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যাচ্ছে।
আমার মাথায় যেন সেতার বাজছে।
হাঁ... সুরটা আমিও শুনতে পাচ্ছি।

ওদের মস্তিষ্ক শূন্য হয়ে যেতেই ওখানে রোবোট এল —
এদের পোশাক খুলে নাও আর ব্ল্যাক হোলে চাচা চৌধুরীর কাছে নিয়ে যাও।

দু নম্বর গ্রুপ, যাদের হিম প্রদেশের তাপ কিরণ দিয়ে গলিয়ে ফেলতে বলা হয়েছিল, ওরা নিজেদের কাজ করে দিয়েছিল।
আমরা মুখোশধারীর নাম নেওয়ামাত্র ও এসে গেছে।
ওরই ছবি ওটা।

ও মুখোশধারীই ছিল—
আম্বিকা গ্রহের জীবন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সব দিকেই আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ৩নং গ্রুপ সম্রাট গুলোমীর বন্দী।

তোমরা নিজেদের রকেট ছেড়ে দাও আর বৈজ্ঞানিক পোশাক পড়ে প্রাসাদে হানা দাও। আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য কাছেই থাকব।
ঠিক আছে। আমরা তৈরী হচ্ছি।
এক নং গ্রুপের কি খবর, চীফ?

এক নং গ্রুপ সৌরশক্তি প্রণালীর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আর ওরাও সুরক্ষিত আছে।

একটু পরেই ওরা রকেট ছেড়ে দিল। এখন রকেটের সঞ্চালন রকেটে লাগানো কম্প্যুটার করছিল—

সম্রাট গুলোমী নিজের দরবারে সোজা প্রসারণের ব্যবস্থা করেছিল
পৃথিবীর মানুষের তৃতীয় দল। এরা তো প্রাসাদের দিকেই আসছে। কমাণ্ডারকে আদেশ দিই। এবার রকেট এদের মোকাবিলা করবে।

নভসেনার কন্টোল রুমে.....
কমাণ্ডার! পৃথিবীর মানুষদের তিন নম্বর দল প্রাসাদের দিকে এগোচ্ছে। রকেট পাঠাও
রকেট! অ..আ.. আচ্ছা..পাঠাচ্ছি

এবার তিন নম্বর গ্রুপের সঙ্গে নভসেনার বিধ্বংসাসক রকেটের মোকাবিলা ছিল।
সম্রাট হয়তো পাগল হয়ে উঠেছে...ও আমাদের আটকাতে রকেট পাঠিয়েছে।
আমরাও ওকে দেখিয়ে দেব যে, ও কাদের পাল্লায় পড়েছে!?
ঠিক!

রকেটের পেছন থেকে হামলা করা হল।
আমাদের পোশাকের এতটা ক্ষমতা আছে যে, আমরা অম্বিকা গ্রহের নভসেনার শেষ রকেটটাকেও ধ্বংস করতে পারি।

সম্রাট উত্তেজিত হয়ে উঠল।
কমাণ্ডার! আরও রকেট পাঠাও।
যো হুকুম, প্রভু!
এটাও ধ্বংস হয়ে পড়লে আমাদের কাছে নিজেদের প্রান ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

এরপর...সেই চুম্বকীয় রকেট, যেটা পৃথিবী থেকে চাচা চৌধুরী আর সাবুকে অপহরণ করে এনেছিল, যাকে নভসেনার হৃদয় বলা হত, রওনা হল।
হে ভগবান! এখনও কি তোমাদের সন্দেহ আছে যে, সম্রাট পাগল হয়ে উঠেছে।
কিন্তু তখনই..মুখোশধারীর হান্টার রকেট এসে পৌঁছল।
তোমরা এখান থেকে দূরে চলে যাও আর ত্রিকোণ রকেটের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক গড়ে তোল।
আপনি কি এর মোকাবিলা করে নেবেন?
না! কিন্তু তোমরা এক মুহূর্তও সময় নষ্ট কোর না। যাও।
এসো, আম্বিকা গ্রহের সিংহ। এবার তোমার মোকাবিলা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে।
রকেটের কন্ট্রোল রুম—
পৃথিবীর মানুষেরা পালাচ্ছে। কিন্তু ঐ ছোট্ট রকেটটা এগোচ্ছে।
রকেট চুম্বকীয় শক্তি ছাড়ল।
আমি জানতাম যে, এটাই হবে। আমার রকেট এই চুম্বকীয় শক্তিতে আটকে পড়েছে। কিন্তু এটা আমার পরাজয় নয়...বিজয়।
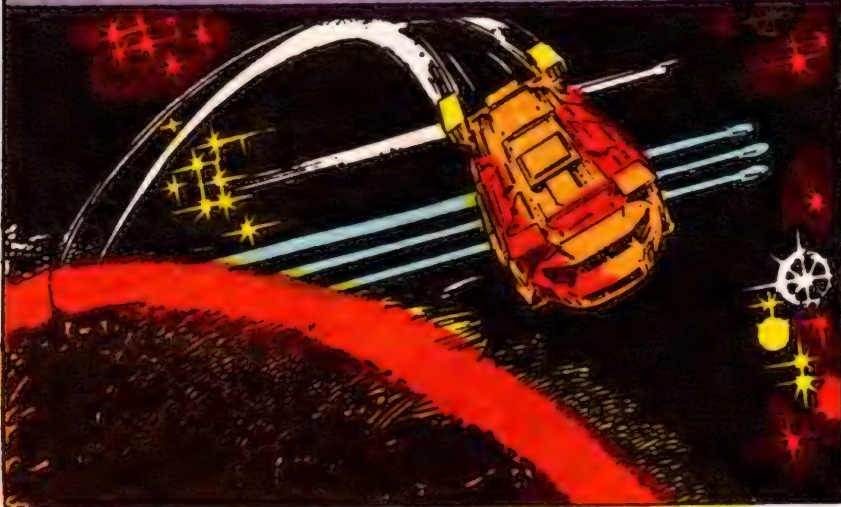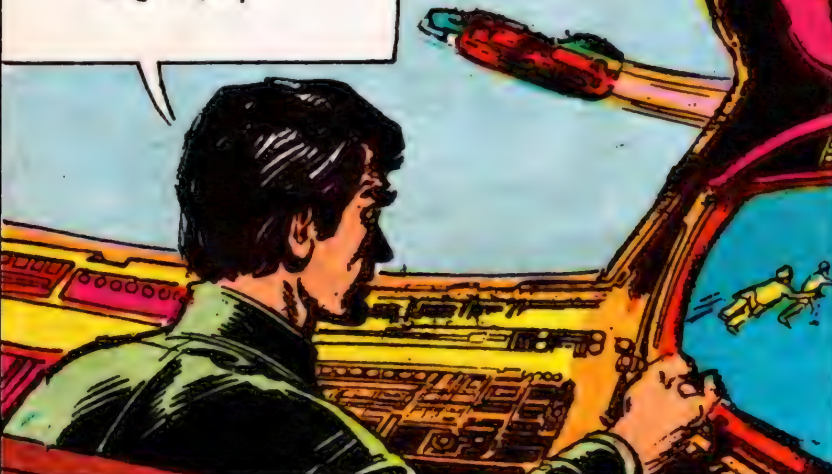
চুম্বকীয় শক্তির টানে হান্টার রকেট আম্বিকা গ্রহের রকেটের সঙ্গে সেঁটে গেল —
একে ভেতরে ঢুকিয়ে নাও।
ঠক!
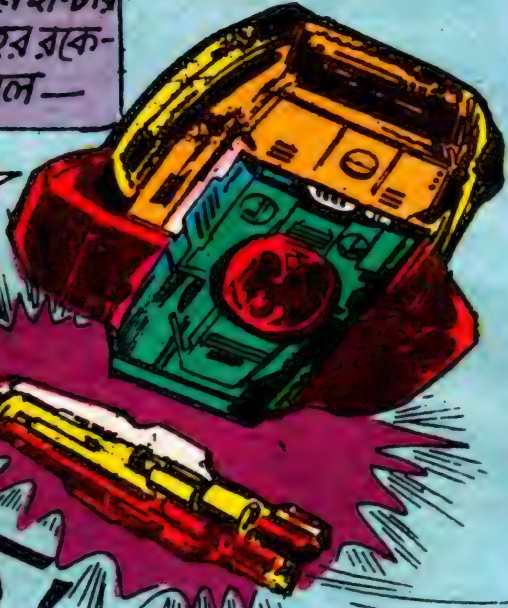
এরাও রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। এদেরও টেনে নাও।
এখুনি নিয়ে নিচ্ছি।

মুখোশধারীর নির্দেশে ফিরে যেতে থাকা গ্রুপ নম্বর তিন।
গতি বাড়াও!
কোন লাভ নেই!
আমরা অসহায়?!
আরে! চুম্বকীয় শক্তি!
ওটা আমাদের টানছে।

ওরা সবাই রকেটের পেটের সঙ্গে টিপকে গেল। হান্টার রকেটও ভেতরে ঢুকে গেছিল।

ওদেরও ভেতরে টেনে নিয়ে চুম্বকীয় শক্তিতে স্তব্ধ করে দেওয়া হল।
এদের থেকে আর কোন ভয় নেই। এখন এরা নড়তেও পারবে না। এবার ঐ ছোট্ট রকেটটার চালককে বাইরে আনো। ও দরজা না খুললে দরজা কেটে ফেল।

হান্টার রকেটের দরজা ওরা খোলাই পেলে আর —
এ্যাঁ! সৈনিক মরে গেছে। দরজাও খোলা! এর মানে?
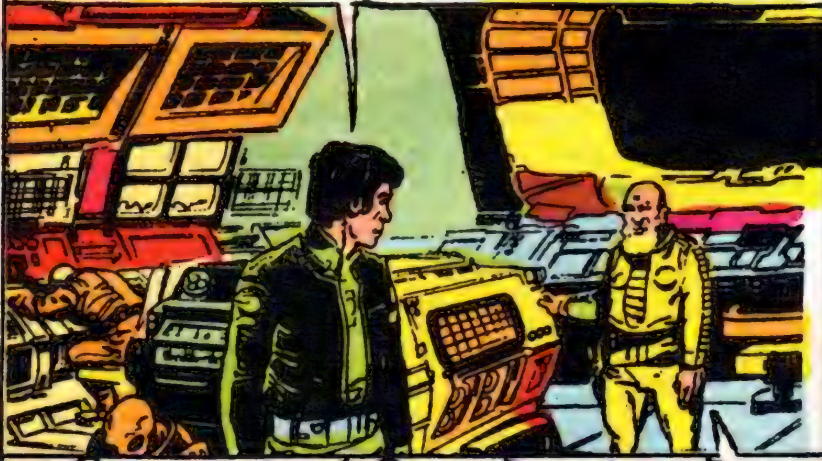
স্যার! ঐ রকেটের সামনে আমাদের দু জন সৈনিক মরে পড়ে আছে। ও পালিয়েছে।
পালিয়েছে? আশ্চর্য! কিন্তু ও এই রকেটের বাইরে যাবে কোথায়? ওকে খোঁজ। আমি ক্যামেরা চালু করছি।

রকেটের ভেতরে খোঁজ শুরু হল—
ব্লক নম্বর একেনেই, দুইতেও নেই, তিন নম্বরে খোঁজ।

ব্লক তিনেও নেই, চারে খোঁজ।
আমি এখানে।

কড়াক
আহ!

এবার এভাবেই বসে থাক। নড়বে না। কারন তোমার পেছন থেকে আমি বলব আর যখন মুখ্য কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হবে, ওখানে তোমার ছবিই ভেসে উঠবে। কারন ক্যামেরা তোমার সামনে।
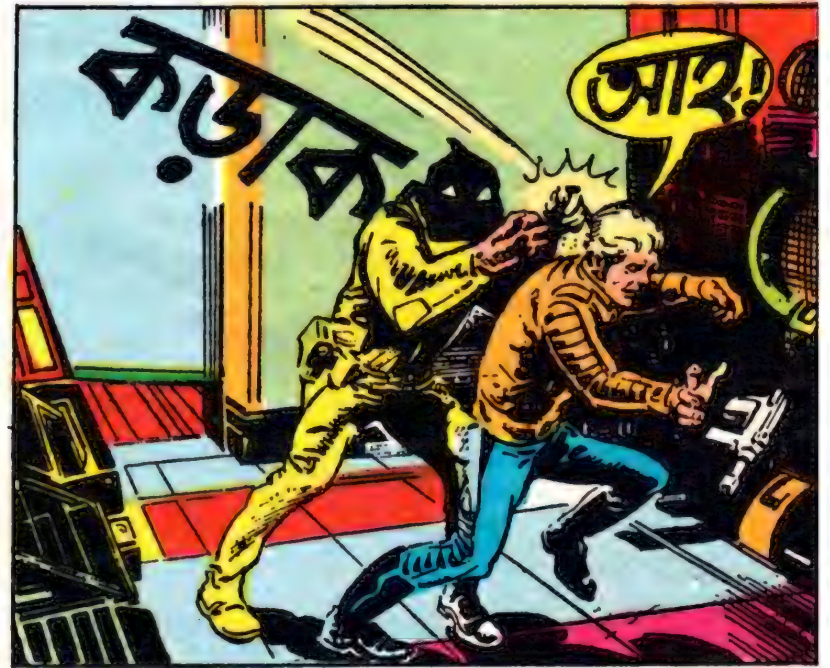
তখনই রকেটের কমাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ হল—
অপারেটর... ওকে পাওয়া গেল?
না, স্যার!
ও কি ভ্যানিস হয়ে গেল? খোঁজ ওকে।
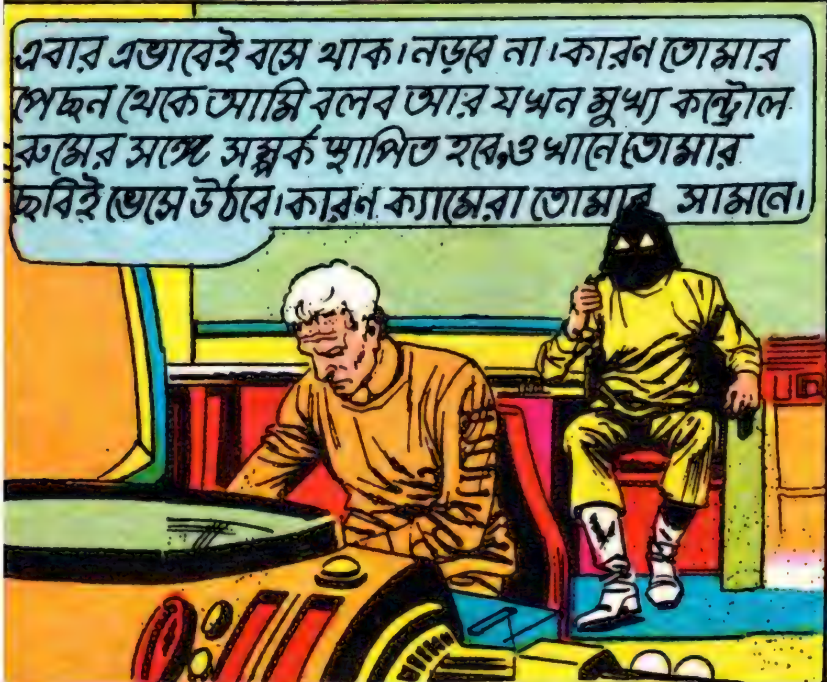
খোঁজ চলছে, চীফ! ছ' নম্বর ব্লকটা এখনও দেখা হয়নি।
ভাল করে দেখ। সৌরশক্তি ট্যাঙ্কের যেন ক্ষতি না হয়।

সম্পর্ক ছিন্ন হতেই ক্যামেরা বন্ধ হয়ে গেল —
ছ' নম্বর ব্লকের সব ক'টা সৈনিকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সৌরশক্তির স্টক ওখানে।
ছ' নম্বর ব্লকে দেখ। সবাই ছ' নম্বর ব্লকে চল।

ছ' নম্বর ব্লকে —
আরে দরজা কেন বন্ধ হয়ে গেল?
খট!
হয়তো ওদের দেখে ফেলা হয়েছে। যাতে পালাতে না পারে, তাই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

একটা-একটা করে সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর....
স... স... সৌরশক্তি!.... বাঁচাও!!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছ' নম্বর ব্লক নরক হয়ে উঠল —

মুখোশধারী মুখ্য কন্ট্রোল রুমে খবর দিল। অফিসার ভাবল, অপারেটর বলছে।
স্যার! ছ' নম্বর ব্লককে রকেট থেকে আলাদা করতে হবে, ওখানে পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাওয়া গেছে। ওরা সৌর শক্তি ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দেওয়ায় সৈনিকেরা মরছে!
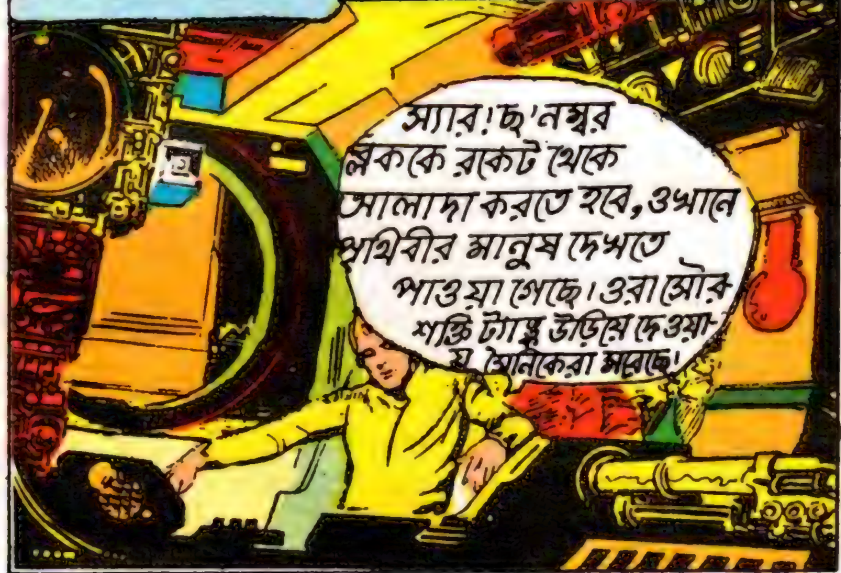
মুখ তুলছ না কেন তুমি? তোমার কি ঘাড় ভেঙে গেছে?
না স্যার, চোট লেগেছে। মাথা তুললে ব্যথা হচ্ছে।
ওর সন্দেহ হয়ে পড়েছে, এ খেলা আর বেশীক্ষণ চলবে না। এবার কেটে পড়া উচিত। এবার সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দিই।
খট্!..
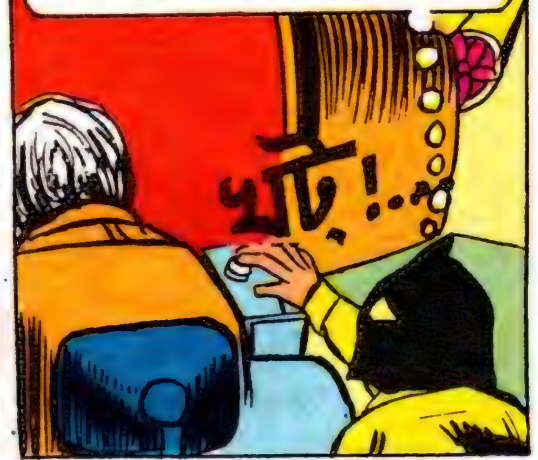
এদিকে অফিসার ইন্টারন্যাল কন্ট্রোল রুমের দিকে রওনা হল—
কিছু একটা গড়বড় আছে। ওকে ঠিক লাশের মত মনে হচ্ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই পৃথিবীর মানুষ পৌঁছেছে, ওরা ওকে খতম করে ছ' নম্বর ব্লককে নষ্ট করে দিয়েছে আর হয়তো ওর চেয়ারের পেছন থেকে কথা বলে চলেছে। এসব যদি সত্যি হয় তো?!!!

মুখোশধারী কমাণ্ডারের অপেক্ষায় ছিল।
অপারেটরের ঝুঁকে থাকা মাথা ওকে স্বস্তিতে বসতে দেবে না। ও দেখতে নিশ্চয়ই আসছে। বোধ-হয় এসে গেছে.. ও হয়তো এটাও জেনে গেছে যে, এখানে আমি ওর প্রতিক্ষায় বসে আছি।

ও পেছন থেকে আসতেই—
এই কারাটের মার তোর ঘাড় ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট.. প্রিয় কমাণ্ডার!
আহ...

কন্ট্রোল রুমে আট জন সৈনিক আছে। ওরা এই বন্দুকের শিকার হবে।

এরপর মুখ্য কন্ট্রোল রুমে—
তোমরা কি তার সঙ্গে দেখা করতে চাও, যে এই রকেট কব্জা করে নিয়েছে?
?
তুমি?
!?

গুলি চালিও না। তাহলে এই রকেট ধ্বংস হয়ে পড়বে।

আমি চাইলে গুলি না চালিয়েই তোমাদেরকেও সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারি, যেখানে তোমাদের বাকী সাথীরা গেছে। কিন্তু আমি চাই যে, তোমরা বেঁচে থাকো আর আমার আদেশ পালন কর।
আমরা রাজী আছি। আমাদের সম্রাটই বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। তাই ও পৃথিবীর দিকে হাত বাড়িয়েছে। ওর জন্য আমরা কেন মরতে যাব? কিন্তু তুমি কথা দাও যে, তুমি আমাদের আর আমাদের গ্রহকে নষ্ট করবে না।
কথা দিলাম।

আমার প্রথম আদেশ হল, এদের মুক্ত করে দাও আর এখানে নিয়ে এসো।
এখুনি আনছি।

আহা! আমরা চুম্বকীয় শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পড়েছি।
কন্ট্রোল রুমে চল। এসব ঐ মুখোশধারীর খেল্ বলে মনে হচ্ছে আমার।

ওরা সবাই কন্ট্রোল রুমে পৌঁছল আর ওখানে মুখোশধারীকে দেখতে পেয়ে সব কিছু বুঝে গেল—
এসব তাহলে আপনারই খেল ছিল, মিস্টার?
খেল তো এবার আমরা সবাই মিলে দেখাব। সম্রাট গুলোমী ক্ষেপে উঠেছে। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, ও জয়ের দিকে এগোচ্ছে।
কিভাবে?
ধৈর্য ধর, ভাতিজা!

মুখোশধারী ওদের বলতে লাগল।
আম্বিকা গ্রহের নভসেনার এই রকেট এখন আমাদের কব্জায়। কিন্তু এই ব্যাপারটা বাইরের কেউ জানে না। যে রকেট চেপে আমি এসেছিলাম, সেটাও এর ভেতরে। এইভাবে ডার্ফ, ত্রিকোন আর গ্লোব রকেটকেও চুম্বকীয় শক্তির সাহায্যে টেনে নেওয়া হবে। গ্রুপ নম্বর এক, যারা সৌরশক্তি কেন্দ্রে রয়েছে, তাদেরও গ্রেপ্তার করে নেওয়া হবে।
...এসব হবে সম্রাট গুলোমীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য লোকদেখানো জিনিষ।
অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পৃথিবীর ডার্ফ, ত্রিকোন আর গ্লোব রকেট—
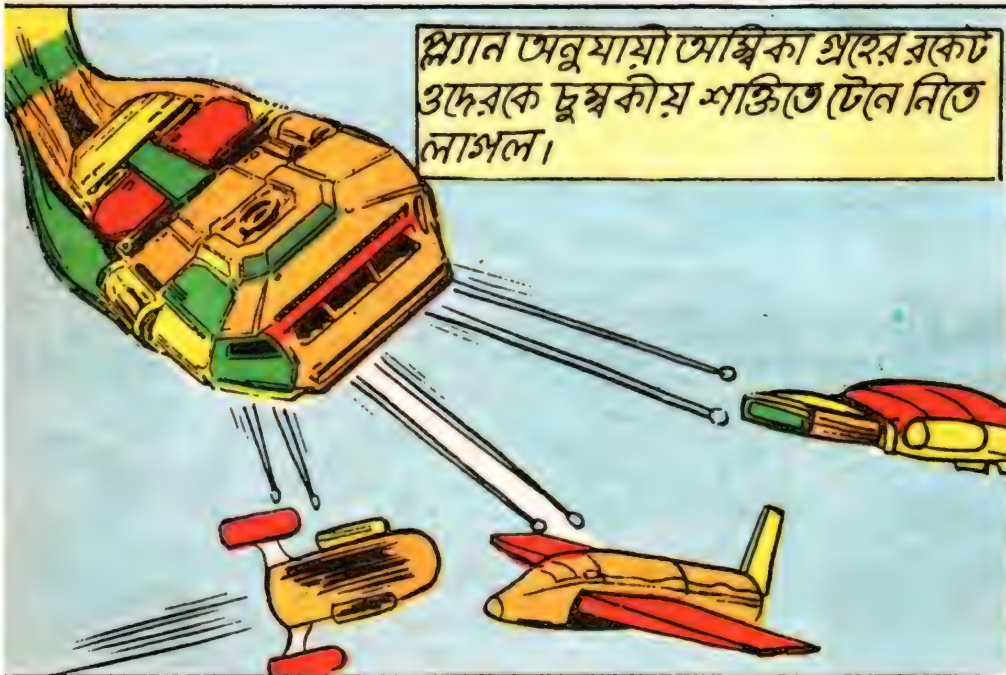
প্ল্যান অনুযায়ী আম্বিকা গ্রহের রকেট ওদেরকে চুম্বকীয় শক্তিতে টেনে নিতে লাগল।

আর তিনটে রকেটকে নিজের ভেতরে টেনে নিল।
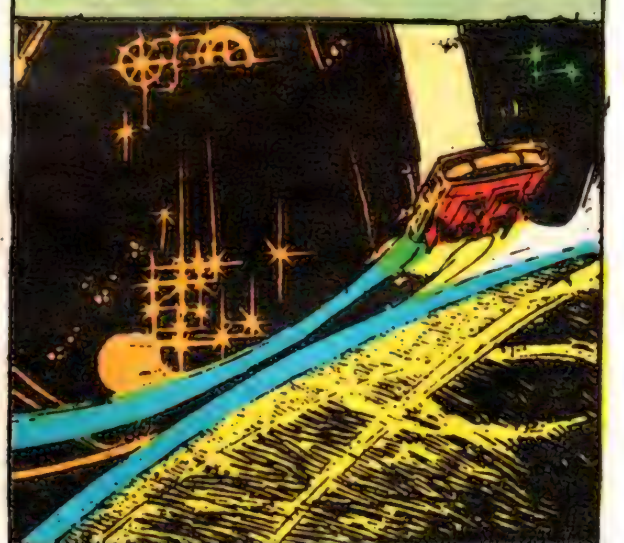
সৌরশক্তি কেন্দ্রে ফৌলাদ আর ওর সাথীরা মানসিক রূপে খবর পেল মুখোশধারীর থেকে।
মুখোশধারীর খবর।
রকেট তোমাদের ওপর এসে গেছে। এবার তোমরা ওর ওপর হামলা কর। এটা তোমাদের চুম্বকীয় শক্তি দ্বারা টেনে নেবে। প্রস্তুত থেকো।

মুখোশধারীর নির্দেশে —
হামলা করতে হবে।
কিন্তু কোন ক্ষতি নয়..কারণ ওতে মুখোশধারী আছে।

রকেট চুম্বকীয় শক্তি ছাড়ল —
এবার আমরা মুখোশধারীর সঙ্গে মিলিত হব।

ওদেরকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হল —
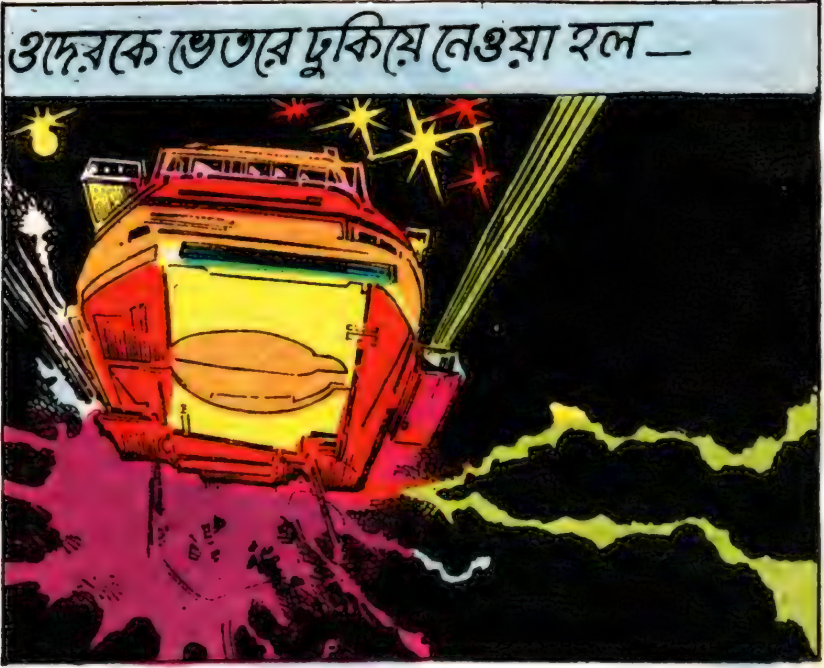
সম্রাট গুলোমীর দরবারে —
প্রভু! এই রকেটে এখন পৃথিবীর চারটে রকেট আর বারোজন মানুষ বন্দী রয়েছে। এদের সর্দার মুখোশধারী মারা গেছে, কিন্তু আমাদের ছ'নম্বর ব্লক ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই আমরা বেশী সময় অন্তরীক্ষে থাকতে পারব না।
শাবাশ কমাণ্ডার! আজ থেকে তোমাকে সেনাপতি বানানো হল। এবার পৃথিবীর মানুষদের শব অন্তরীক্ষে ছেড়ে নিজের স্থানে ফিরে যাও। আমরা যুদ্ধ জিতে নিয়েছি। পৃথিবীর বাকী মানুষ ব্ল্যাক-হোলে জীবনের দিন পুরো করে নিয়েছে।

সম্রাট গুলোম্নী তৎক্ষনাত প্রাসাদের রক্ষী দলের চীফকে ডেকে পাঠালে।
ব্ল্যাক হোলে যাও আর সব বন্দীদের মৃত্যুলোকে পাঠিয়ে দাও।
আমি এসে গেছি, প্রভু!
যো আজ্ঞা, প্রভু!

রকেটের ভেতরে মুখোশধারীও এটাই চিন্তা করছিল
মহাবলী শাকা! তুমি প্রাসাদে যাও! সম্রাট গুলোম্নী আর একটা বোকার মত কাজ করার কথা ভাবছে।
আমি প্রস্তুত, চীফ!

মহাবলী শাকা প্রাসাদে পৌঁছতেই —
এ্যাই...ক..কে!? রোবোট, নিজের নম্বর বল।
এ রোবোট মনে হচ্ছে না!

আমার নম্বর হচ্ছে এটা! মনে রেখো!!
ধড়াক!

এবার তুমিও মৃত্যুলোকে পৌঁছে যাও।
আহ...

মনে হচ্ছে এখানেই ওরা বন্দী হয়ে আছে। ভেতরে গিয়ে দেখতে হবে।

ব্ল্যাক হোলে, যেখানে বন্দীরা ছিল, ওরা নিজেদের বসার জায়গা থেকে নড়তেও পারত না। ওদের সঙ্গেই ছিলেন চাচা চৌধুরী আর সাবু!
দরজা খুলে যাচ্ছে। ওরা আসছে। হয় নতুন কয়েদীদের নিয়ে, নয়তো আমাদের এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিতে।
অশুভ কথা বোল না, চাচা চৌধুরী। আমার মনে হয়, ওরা আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে আসছে।

মহাবলী শাকা ভেতরে এলে—
আরে! এ তো মহাবলী শাকা!
তাড়াতাড়ি এখান থেকে সবাই বেরিয়ে পড়।
এর মানে আমাদের সাথীরা সম্রাট গুলোমীর প্রাসাদেও হানা দিয়েছে।

দরবারে সম্রাট সব জানতে পারল।
ওরা পালাচ্ছে। এক পৃথিবীবাসী ওদের মুক্ত করে দিয়েছে। ব্ল্যাক হোল নষ্ট হয়ে গেছে। আমি বর্বাদ হলাম। রকেটকে আদেশ দিই।

ওদিকে রকেটের কন্ট্রোল রুমে হাসিটারামকে দেখা গেল।
ও এত উঁচুতে রয়েছে যে, বিনা অক্সিজেনে মরে যাবে। টেনে নাও ওকে।

তারপর রকেটের চুম্বকীয় শক্তিতে হাসিটারামের দিক পরিবর্তন হয়ে পড়ল—
হে ভগবান! এবার তো আমাকে থামাও। আমি এটাকে ফুঁড়ে না বেরিয়ে যাই।

ভেতরে আসতেই মুখোশধারী হাসিটারামের পোশাকের বোতাম টিপল—
হাসিটা! তুমি ভুল করে টাইম স্টপ স্যুইচ টিপে দিয়েছ। এটা টেপার পর যে বোতামই টেপা হয়, তা পনেরো মিনিট ধরে কাজ করে চলে। তাই তুমিও ওপর-নীচ হতে থেকেছ আর বোতাম টিপে চলেছ।

এবার আমরা সম্রাট গুলোমীর প্রাসাদে যাচ্ছি।

রকেট প্রাসাদের সামনে নামল—

ফৌলাদী সিং দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল—

প্রাসাদের প্রতিটি সৈনিককে জড় করে দেওয়া হল। শুষ্ক কিরণের দ্বারা, যাতে কেউ ফৌলাদের রাস্তায় বাধা না হতে পারে।

সম্রাট ওকে দেখে ক্ষেপে উঠল –
ত... তুমি পৃথিবীবাসী ! এখনও বেঁচে আছ ?।
আমিই শুধু নয়, প্রতিটি পৃথিবীবাসীই জীবিত। মৃত্যু শুধু তোমার কপালে নাচছে।

চল ! এবার কয়েকজনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।
আমি তোমাকে তোমাদের পৃথিবী সমেত ধ্বংস করব।
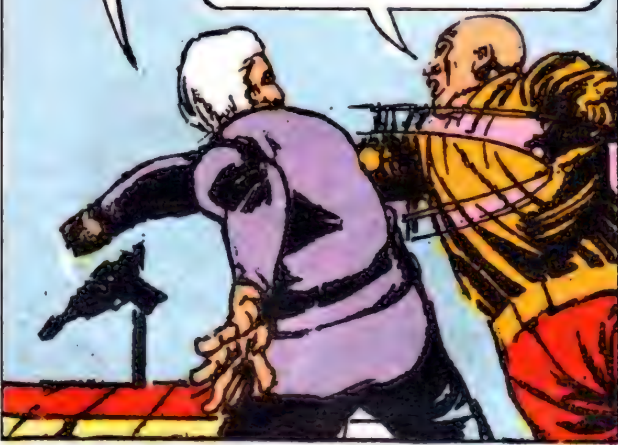
তোমাকে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে ওখানকার চিড়িয়াখানায় রাখব। তোমার জন্য একটা খাঁচা খালি করে রাখা হয়েছে।

ফৌলাদী সিং সম্রাটকে ধরে নিয়ে এল আর রকেট সমস্ত অপরাধীদের নিয়ে উড়ে চলল।
অম্বিকা গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা ছিল না। আমাদের শত্রুরা আমাদের কব্জায় রয়েছে। আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাব। অম্বিকা গ্রহবাসীরা নিজেদের সম্রাট নতুন কাউকে বেছে নেবে, যে পৃথিবীর দিকে ঈর্ষার চোখে তাকাবে না।
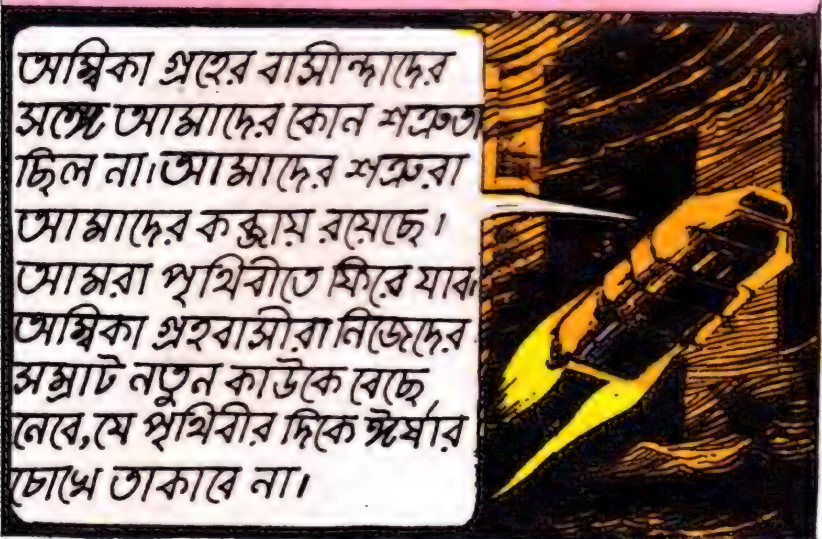
আমি বুঝতে পারছি না যে, চাচা চৌধুরীকে অপহরণ করে নেবার পরও আমি কি করে হেরে গেলাম?
কারণ ইনি চাচা চৌধুরী...
শ্..শ্..শ্
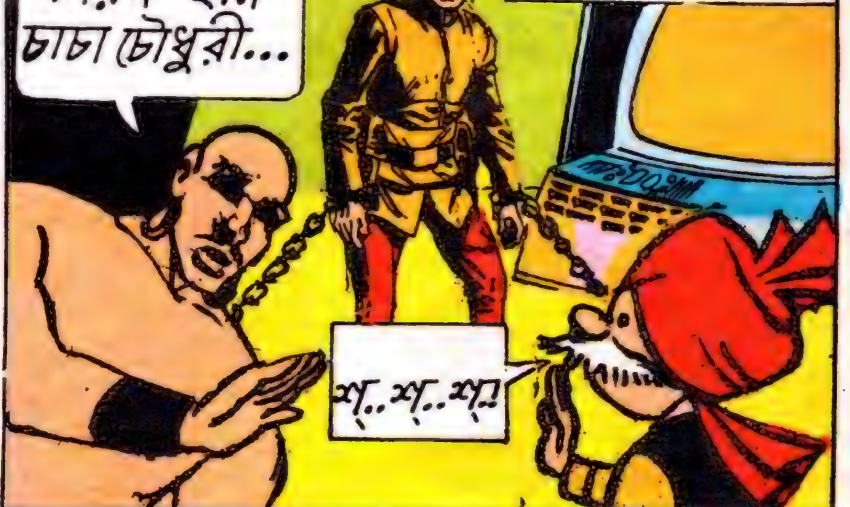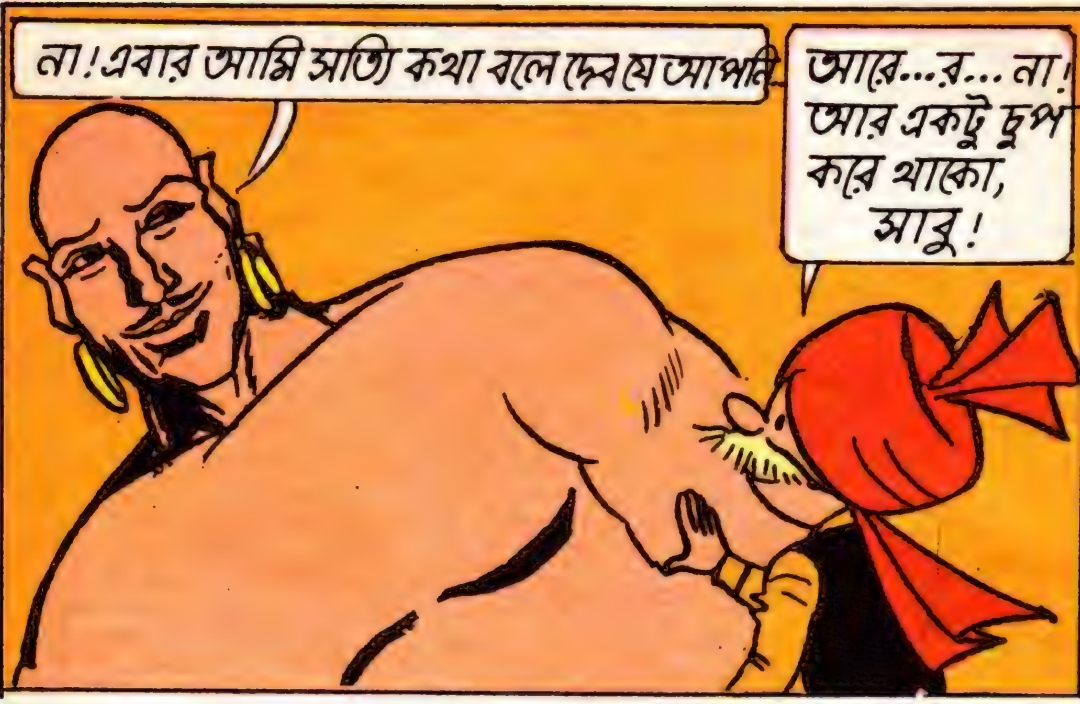
না! এবার আমি সত্যি কথা বলে দেব যে আপনি
আরে...র... না! আর একটু চুপ করে থাকো, সাবু!

না! আমার পেটে ব্যথা হতে শুরু করেছে। এবার আমি বলবই যে, আপনি...
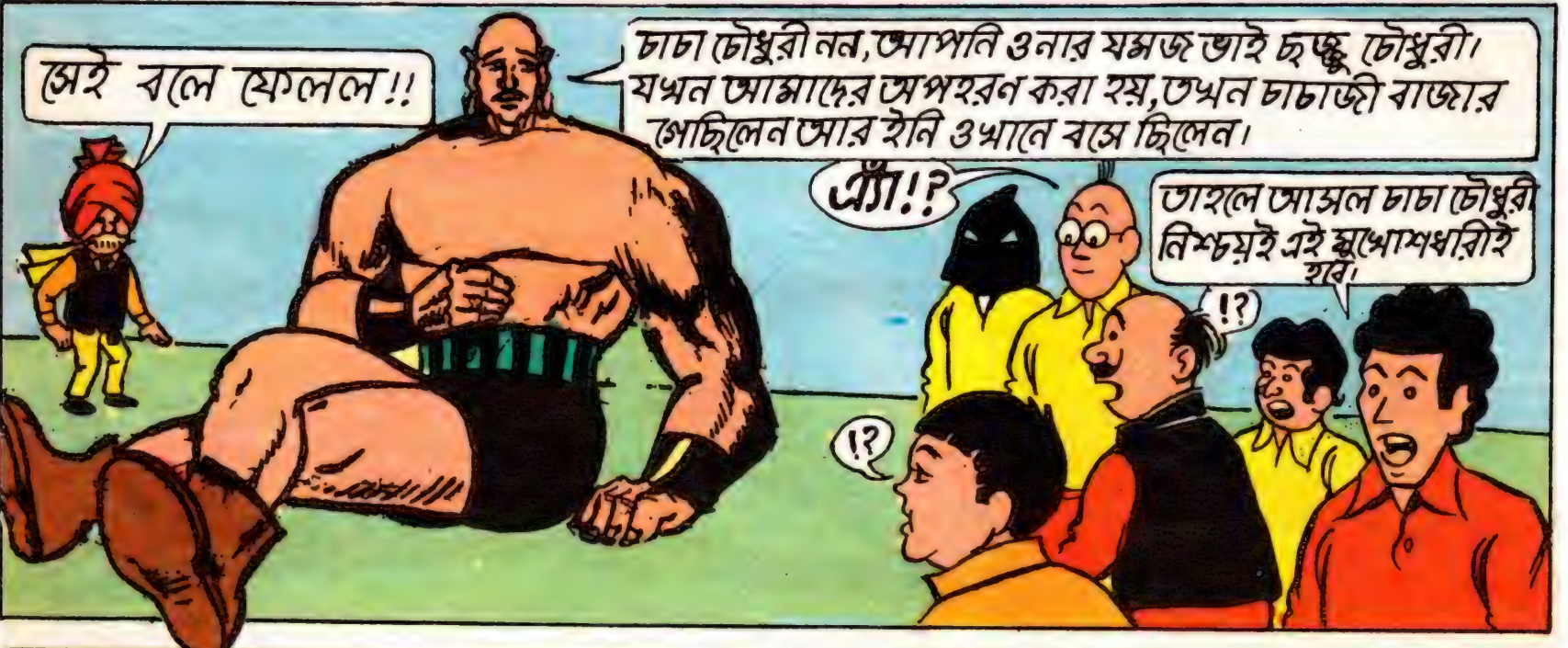
সেই বলে ফেলল!!
চাচা চৌধুরী নন, আপনি ওনার যমজ ভাই ছক্কু চৌধুরী। যখন আমাদের অপহরণ করা হয়, তখন চাচাজী বাজার গেছিলেন আর ইনি ওখানে বসে ছিলেন।
এ্যাঁ!?
তাহলে আসল চাচা চৌধুরী নিশ্চয়ই এই মুখোশধারীই হবে।
!?
!?

মুখোশধারী মুখোশ খুলে ফেলল—
রাজন ঠিকই বলেছে। আমিই হচ্ছি চাচা চৌধুরী। সম্রাট গুলোমীর সেবকেরা ভুল করে আমার বদলে আমার ভাই ছক্কু চৌধুরীকে অপহরন করেছিল।

সেজন্যই আমি হেরে গেলাম। তোমাকে অপহরন করলে এত ভাল প্ল্যান কেউ আঁটতে পারত না।
তুমি ভুল করছ সম্রাট! এখানে যতজন লোক রয়েছে, এরা প্রত্যেকে নিজের-নিজের কলায় ওস্তাদ! আমি না থাকলেও তুমি এই যুদ্ধ কিছুতেই জিততে পারতে না।

পরে...রকেট থেকে পৃথিবীর
চারটে রকেট বেরিয়ে এল....

চারটে রকেট ড: জনের দ্বীপে নামল!
স্বাগতম... বন্ধুগণ!

এরপর খাবার টেবিলে-
সম্রাট গুলোমী নিজের কৃতকার্যের শাস্তি জেলে বসে ভোগ করছে। আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন, কারন আমরা সবাই এই প্রথমবার এক সঙ্গে এক টেবিলে মিলিত হতে পেরেছি
সমাপ্ত

চিতেরা
চিত্র বানাতে অতুলনীয়
© কমিকস: ইন্দু ফীচার্স

দেখেছ চার্লি... কত মজা আসছে!
হ্যাঁ, চিতেরা!

চল বাচ্চারা। এই পাটাতনটা আমাকে দাও। ভাঙাবার জন্য আমার স্ত্রী চায়
ওহো, না!

হায়! চল, ওর কাছ থেকে পাটাতনটা চেয়ে নিয়ে আসি।

আরে বাপরে! ও তো ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন।
হুমম..আমি চিত্র বানিয়ে ওকে বোকা বানাচ্ছি।

হ্যাঁ...হ্যাঁ..আমি বুঝে গেছি। আমিও তৈরী।

য়া...হু sss
আরে! আমার বেড়া ভেঙে দিল!

গুর্র্র্..তোমরা কারাটে সম্রাট হলে এসো আমার সঙ্গে মোকাবিলা কর।
তুমি বাড়ীর ওদিকে ছোট..আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

বিল্লি: এর অন্য দিকে ----
ও আমার আগেই চিত্র বানিয়ে ফেলল।

এই পাইপটা ওদিকে নিয়ে চল... আমরা ওকে বোকা বানাব।
ঠিক আছে।

অরে যান। আমি আমার বন্ধুর চেয়েও বড় ওস্তাদ।
হা-হা! তুমি ঐ গুঁড়িটাকে কখনোই ভাঙতে পারবে না।

হায়! এই বাচ্চারা তো বড়ই ওস্তাদ মনে হচ্ছে।
SLY KICK

হাই জাম্প